ব ৩৫২। ০

হরধনুর্ভঙ্গ

পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্য কাব্য।

"কোদণ্ডভগ্নান্মুখরীকৃতাংশং
বরং বরেণ্যং জনকাত্মজায়াঃ।
অনন্যসামান্যধনুর্বিলাসং
নমামি তং লোকবিসর্পিকীর্ত্তিং॥"

"কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম।
আরুহ্য কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্॥"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত

কলিকাতা
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠনঠনিয়া—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৯৭ নং কালেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১২৮৮

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত

মহোদয়-কর-কমলে

আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত

হরধনুভঙ্গ

অর্পণ করিলাম।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে সজ্জিত)

[এইরূপ (*) নক্ষত্রচিহ্নিত শব্দগুলি স্ত্রীবাচক]

অকৃতব্রণ।
*অহল্যা।
*ইচ্ছা।
ইন্দ্র।
*ঊর্ম্মিলা।
ঋষি ও ঋষিশিষ্যগণ।
কুশধ্বজ জনক।
*গঙ্গা।
গৌতম।
*তাড়কা।
দশরথ।
দূত।
দৈববাণী।
নাগকন্যাগণ।
পরশুরাম।
বশিষ্ঠ।
বালী।
বিশ্বকর্ম্মা।
বিশ্বামিত্র।
ভরত।
ভৃত্য।
মধু।
মন্ত্রিগণ।
*মাণ্ডবী।
মারীচ।
রক্ষক।
রাজগণ।
রাম।
রাবণ।
লক্ষ্মণ।
শতানন্দ।
শত্রুঘ্ন।
*শ্রুতকীর্ত্তি।
ষড়ৠতু (পারিমর্ত্তিক)
১ম গ্রীষ্ম।
২য় বর্ষা।
৩য় শরৎ।
৪র্থ হেমন্ত।
৫ম শীত।
৬ষ্ঠ বসন্ত।
সভাসদ্‌গণ।
*সরযূ।
*সীতা।
*সীতার সখীগণ।
সীরধ্বজ জনক।
*সীরধ্বজ-মহিষী।
সুবাহু।
সুমতি।
সুমন্ত্র।
সৈন্যগণ।

ভূমিকা।

দুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে এই "হরধনুর্ভঙ্গ নাটক" খানি লিখিতে হইল। তাঁহাদের অনুরোধ, নাটক খানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভাল হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্য্যন্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্য আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে "ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের" দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

এ দেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ সেই চতুর্দ্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্য খানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যে রূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর

ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রস্তুত হই-
তেছে। সেই অভিনয়ের ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক
সময়ে বঙ্গ-রঙ্গভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ নটচূড়ামণি
৺বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐরূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি
করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে,
"এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক, ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু
কাল পরে বঙ্গ-ভূমির অভিনেতারা ঐ নাটকলা ছন্দ হইতে
আভিনায়ক ছন্দের সৌষ্ঠব করিতে ও অভিনয় করিতে পারি-
বেন। ইংরেজিতেও ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র বাবুর
সেই কথা আমার মনে জাগিয়া ছিল।" এখন দেখিতেছি,
ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমি-
ত্রাক্ষরচ্ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়া-
ছিল, নহিলে আধুনিক 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ" বাঙ্গালায়
হইত কি না সন্দেহ। এই ছন্দ অভিনয়িক নাটকের পক্ষে
"জলবৎ তরল" এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের
অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারি দিনের মধ্যে এক এক
খানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই 'জলবৎ তরল"
ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে
উপযোগী। সুতরাং এই হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের অধিকাংশস্থলেই
ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। যে দিন হইতে মেঘনাদবধের
অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ বঙ্গ ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হই-
তেই বঙ্গের যেখানে সেখানে এইরূপ ছন্দঃকর্ত্তা বা ছন্দোবক্তার
দল দেখা দিয়াছে। তবে ছন্দঃকর্ত্তার অপেক্ষা ছন্দোবক্তার
সংখ্যা গণিয়া উঠা যায় না। পথে ঘাটে, হাটে মাঠে ছোট
ছোট ছেলেরাও মেঘনাদিক ছন্দে অভিনয় করিতে গিয়া মুখে
মুখে এই ভাঙা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ গড়িয়া বসে। কিন্তু তা' বলিয়া
তাহাদিগকে কেহ কবি বা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ গঠয়িতা বলিবে না।

কবিবর ৺কৃত্তিবাস ও ৺কাশীরাম মিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে এই-
রূপ ছন্দের কতকটা নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের
প্রাক্মুদ্রাঙ্কিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলেই ১৩, ১৪,

১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এমন কি ২১ অক্ষরেরও পঙ্‌ক্তি দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে কতক কতক অমিলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা সেই ছন্দকে ঠিক্ এই ভাঙা অমিত্রাক্ষরের পরিপোষক না বলিয়া সূক্ষ্মবীজ মাত্র বলিতে পারি। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহাদের সময়ে অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দোভিনয় থাকিলে এই ছন্দ কোন কালে দেখা দিত।

ইংলণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃসম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন্ জন্সন, অট্ওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের দিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ ভাভিনয়িক ভাঙা ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া, তাহারা এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাওয়া উড়াইয়াছেন। সেই হাওয়া যে, আমাদেরও গায়ে লাগিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না ইংরাজি আমাদের বর্ত্তমান রাজভাষা।

আমি নিম্নে এইরূপ ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। কভেণ্ট গার্ডেন এবং ড্রুরি লেনস্থ রয়াল থিয়েটরের অধ্যক্ষগণ অনেকগুলি পদ্য নাটকের এইরূপ মূলচ্ছন্দের মূলোচ্ছেদ করিয়া আভিনয়িকচ্ছন্দে ভাঙিয়াছেন। ইঙ্গিত পুস্তক (Prompt-Books) সকল হইতে সেইগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মিসেস্ ইঞ্চবল্ড নাম্নী জনৈকা সুনিপুণা অভিনেত্রী, সেই সমস্ত গ্রন্থের প্রত্যেকখানিতে এক একটি সমালোচনী ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমি এস্থলে কবিবর অট্ওয়ের "The Orphan" নামক পদ্য নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের একস্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা তুলিয়া দিলাম।

"CHAM. My Monimia! to my soul thou'rt dear
As honour to my name:
Why wilt thou not repose within my breast
The anguish that torments thee?
MON. Oh! I dare not.
CHAM. I have no friend, but thee.
Two unhappy orphans,
Alas, we are! and, when I see thee grieve,
Methinks, it is a part of me that suffers."

এড্ওয়ার্ড ইয়ং এর "The Revenge" নামক পদ্য নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য হইতেও একটি স্থল উদ্ধার করিলাম।

"ALON. O, agony!
Must I not only lose her, but be made
Myself the instrument? Not only die,
But plunge the dagger in my heart myself?
LEON. What, do you tremble
Lest you should be mine?
For what else can you tremble? Not for that
My father places in your power to alter.
ALON. What's in my pow'r?
O, yes, to stab my friend!
LEON. To stab your friend were barbarous indeed:
Spare him—and murder me.
ALON. First perish all!
No Leonora, I am thine for ever;
The groans of friendship shall be heard no more.
For whatsoever crime I can commit,
I've felt the pains already."

এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতেও দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু স্থানাভাব ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিবৃত্ত হইলাম। যে দুইটি স্থল উদ্ধৃত হইল, উহার মধ্যে ছন্দের নিয়মবন্ধনী নাই, অথচ গড়ান গড়ান কথায় এক রকম ছন্দ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, এই ছন্দ অভিনেতৃদের পক্ষেই উপযোগী,—সাধারণের পক্ষে নহে। কেন নহে, তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই, অন্য সময়ে অন্য প্রস্তাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

মহাকবি সেক্ষপীর তদীয় জগদ্বিখ্যাত নাটকাবলীর মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার পদ্যভাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) মিত্রাক্ষর ও (২) অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাগ অনেক বেশী। তিনি যে যে স্থলে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তত্তৎস্থলে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থলে সে নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মহাকবি মিল্টন প্রভৃতির অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় নিয়ম-বদ্ধ নহে, অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া নানাবিধ ছোট বড় পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে গ্রথিত। সুতরাং উক্ত ছন্দকে আমরা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা আভিনয়িক ছন্দ বলি। উহা এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহাকে পদ্যাকার গদ্যও বলা যাইতে পারে। আমরা কলিকাতাস্থ থিয়েটার রএল ও করিন্থিয়ান থিয়েটরে ইংরাজ অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক অভিনীত উক্ত মহাকবির 'হ্যামলেট্', 'ম্যাক্‌বেথ্', 'কিঙ্ লিয়ার', 'মাচ্ এডো এবাউট নাথিং', 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকগুলির আভিনয়িক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বোধ করিয়াছিলাম যেন স্বাভাবিক গদ্যে কথা কহা হই-তেছে। দেশীয় রঙ্গভূমিতেও সেইরূপ হওয়া উচিত।

আমি ১২৮৫ সালে "নিভৃতনিবাস" নামক এক খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু খণ্ড কাব্য প্রভৃতিতে ইহা যেন "এক ঘেয়ে" হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া, অধিক লিখি নাই। যাহা হউক, এ স্থলে সেই স্থান তুলিয়া দিতেছি। (মৃতপত্নীর পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তভাবে) বিজয় বলিতেছেন ;—

"প্রিয়তমে !—মনোরমে !
উঠ উঠ, বেলা হ'ল ;
উঠ না হে,
উঠ না হে,
থাক শুয়ে—থাক শুয়ে।
আমি কি নির্দ্দয়,
হায়,
জাগাই তোমায় তাই,
থাক শুয়ে,
উঠিও না,
খুল না খুল না আঁখি ;

থাক শুয়ে, বিধুমখি ।—বিজয় হৃদয়-পাখি ।
সারা নিশি কষ্টভোগ,
আহা,
কি রোগের জ্বালা ।
জাগা'ব না—
থাক শুয়ে—
জাগাইলে হ'বে পাপ ।
আমিও জেগেছি নিশি তব সনে.
প্রিয়তমে !
আমিও ঘুমাই পাশে,—
বিজয় বিনোদ মালা ।
(পার্শ্বে শয়ন ও পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া)
উঁহুঁ উঁহুঁ—ঘুমা'ব না,
ঘুমা'বার কাল কি এ ?
কেন নয় ?
যা'র সনে চিরকাল এক ভাব—
এক প্রাণ—আত্মা এক—সবি এক—দু'য়ে এক—
যে হাসিলে আমি হাসি,
যে কাঁদিলে কাঁদি আমি,
যে বসিলে আমি বসি,
যে উঠিলে উঠি আমি,
সে যা' করে,
সে যা' বলে,
সে যা' দেখে,
আমিও তা' ।
তবে কেন ঘুমা'ব না ?
অবশ্যই ঘুমাইব ।—
(উচ্চহাস্য করিয়া)
হাঃ হাঃ,
কি সুখের দিন ।—

স্বর্গে কি এ দিন আছে ?
ছাই আছে !
কিছু নাই।
স্বর্গ সে আবার কি ?
ভণ্ডের কল্পনা !—
হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—স্বর্গ রে !
স্বর্গ যদি থাকে,—থাক্ ;—
তা'তে কি এ সুখ আছে ?
আছে বৈ কি !
দূর দূর ! মিথ্যা কথা, সুখ নাই।
কে বলিল ?—
আমি বলি।
তুমি কে ?—
তুমিও যে।
স্বর্গ তবে কি রে ?
ওরে শুনিতে কি ইচ্ছা কর ?
করি বৈ কি।
শুন তবে—স্বর্গ সে নরক !
কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, মদ, অহঙ্কার
এই সব স্বর্গে আছে।
সত্য কি না, শাস্ত্র দেখ।
স্বর্গে কি রে প্রেম নাই ?
আছে বৈ কি,
অবিশুদ্ধ।
শুদ্ধ প্রেম তবে কোথা ?—
দূর অন্ধ !
এই দেখ্—"

আর এই ছন্দ লইয়া অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট আমার এই নিবেদন যে,

হৃবধনুর্ভঙ্গ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাদিগের সন্তোষবৰ্দ্ধন করিতে পারিলে আমার আশা ও পরিশ্রম সফল হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সঙ্গীত-প্রিয় সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই নাটকান্তর্গত গানগুলিতে সুর ও তাল সংযোজন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ভ্রমসংশোধন।

৩০ পৃষ্ঠার	গীতের উপরে	এই পংক্তিটি	বসিবে	"রামকেলী—চৌতাল"
৪৮	"	"	"	"সিন্ধু—দাদ্‌রা।"
৫১	"	"	"	"মূলতানী সারঙ্গ—কাওয়ালী।"
১০৬	"	"	"	"সুরঠ—আড়াঠেকা।"
১০১	"	২ পংক্তির নিম্নে (সভাতলে সহসা কুসুমোদ্যান মধ্যে সস্ত্রীক ও মদনের সহিত বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব) হইবে।		
৭০	"	"কালমেঘাবভসম্" স্থলে "কালমেঘাবভাসম্" হইবে।		

হরধনুর্ভঙ্গ নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজসভা।

দশরথ, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, ও সভাসদ্গণ।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

দশ। বহু দিন হ'তে, দেব! মস্তক আমার
স্পর্শ করে নাই তব চরণযুগল।
পাদ্য অর্ঘ্য ধন্য মোর,
ধন্য আমি আজ,
তব পদে প্রণিপাত, ঋষিকুলরাজ!

বিশ্বা। কহ, রাজা! কুশল তোমার
কহ, বন্ধুদের তব কুশল-বারতা।
সমস্ত ভূপতি যত আছে ত সন্নত?

পরাজিত আছে ত হে শত্রুগণ যত ?
দৈব ও মানুষ কর্ম্ম,
অবিরত অনুষ্ঠান কর ত, সুমতি ?

দশ। তপোধন !
আজি তব পেয়ে দরশন,
কি যে আনন্দিত হৈনু, না হয় বর্ণন।
অমৃতলাভের মত তব দরশন,
কিংবা জলশূন্যদেশে জলবরিষণ।
সেবার সুযোগ্য পাত্র তুমি,
সৌভাগ্য আমার আজি, আসিলে আলযে।
জনম জীবন অদ্য হইল সফল,
সুক্ষণে হেরিনু তব চরণ-কমল।

বিশ্বা। মহারাজ। ব্রাহ্মণে তোমার
ভক্তি, নিষ্ঠা আছে অনুক্ষণ।
কেন না থাকিবে ?
যাঁ'র কুলপুরোহিত
মহর্ষি বশিষ্ঠ এই দ্বিজকুলোত্তম।
হে মহর্ষি বশিষ্ঠ তাপস !
বড়ই লজ্জিত আমি,
মনে হ'লে পূর্ব্বের সে কথা।
লোভমদে মাতি'
তব ধেনু—কামধেনু, সম্বল তোমার—

সবলে কাড়িয়া ল'তে
ইচ্ছা ক'রেছিনু চিত্তে ;
সেই লাজে বড়ই লজ্জিত।
কিন্তু আমি এবে যে ব্রাহ্মণ,
সেই সূত্রপাতে,
ইহা প্রসাদ তোমার।

বশিষ্ঠ। যা' হ'বার হ'য়ে গেছে,—বিধির ঘটনা।—
এস, হে ব্রহ্মর্ষে।
আজ মিলি' পরস্পরে,
মৈত্রীচিহ্ন প্রকাশিব আলিঙ্গন করি'।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

বিশ্বা। রাজরাজেশ্বর দশরথ !
ধন্য তব রাজসভা ;
এই সভামাঝে বসি' সিংহাসনে
রামেরে শিখাও রাজনীতি।

দশ। যে কার্য্যের আশে তব হেথা আগমন,
বল, অনুগ্রহ বোধে করিব পালন।

বিশ্বা।
মহারাজ। মহাবংশে জন্ম তব পুণ্য অংশে,
বশিষ্ঠ তোমার পুরোহিত ;
এরূপ বচন যাহা, তোমাতেই সাজে তাহা,
অন্য জনে না সাজে কিঞ্চিত।

অহে সত্যপরাক্রম, শুন তবে কথা মম,
যে কার্য্যে আইনু তব পাশ ;
সেই কার্য্য করিবারে বদ্ধ হও অঙ্গীকারে,
সত্যসন্ধ তুমি, মহেষ্বাস।
সম্প্রতি হে ধরাস্বামী। দীক্ষিত হ'য়েছি আমি
কোন এক পুণ্যকর যাগে ;
কিন্তু সেই যজ্ঞে মম ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম,
যজ্ঞপূর্ণ হইবার আগে।
বিঘ্নকারী মায়াধর দুই দুষ্ট নিশাচর
মারীচ, সুবাহু বলশালী,
যজ্ঞনষ্ট-বাসনায়, মম যজ্ঞ-বেদিকায়
দিয়া গেছে রক্ত মাংস ঢালি'।
সেই দুষ্ট দুই জনে দিতাম ক্রোধিতমনে
অভিশাপ কর্ম্মের মতন,
কিন্তু, অহে মহীপতি, এ যাগে নিষিদ্ধ অতি
অভিশাপ করিতে অর্পণ।
কাজেই আশ্রম ছাড়ি' আইলাম তাড়াতাড়ি'
মহারাজ। তোমার গোচরে ;
এক্ষণে ক'রেছি স্থির, কাকপক্ষধর বীর
রামে দান কর মোর করে।
আমার রক্ষিত হ'য়ে, শ্রীরাম অকুতোভয়ে,
নিজ দিব্য তেজ প্রকাশিয়া,

যজ্ঞবিঘ্নকর যত রাক্ষসে করিবে হত ;
তাই আমি আইনু জানিয়া।
শুধু দশ রাত্রি তরে মম সনে শ্রীরামেরে
যজ্ঞে মম করহ প্রেরণ ;
পূর্ণ হ'বে মনস্কাম, যাইয়া তথায় রাম
সে উভয়ে করিলে নিধন।

(দশরথের মূর্চ্ছা ও কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ)

দশ। দেব তপোধন ! আমি নিবেদি তোমায়,
রামের বয়স এবে ষোলবর্ষপ্রায়।
এই সে কারণে রাম রাজীবলোচন
রক্ষ সহ রণে যোগ্য নহে কদাচন।
অক্ষৌহিণী সেনা মোর,—আমি যা'র পতি,
আমিই যুঝিব ইথে রাক্ষস-সংহতি।
ষাইট হাজার বর্ষ, কুশিক-নন্দন !
কালগর্ভে ক্রমে আমি করিয়া ক্ষেপণ,
এ বয়সে বহু ক্লেশে পাইনু রামেরে ;
লইয়া যেও না রাম রাজীবলোচনে।
একে ত বালক রাম,
তাহাতে আবার নাহি জানে সমর-কৌশল।

বিশ্বা। এ কি কহ, মহারাজ !
প্রথমে প্রতিজ্ঞা করি', নষ্ট কর শেষ,
রঘু[illegible] এ ইহা গুণ কভু নহে।

এই দোষে, রাজা! তব কুল হ'বে ক্ষয়,
বাস্তবিক বলিতেছি ;—মিথ্যাকথা নয়।
এই যদি ইচ্ছা হয় তোমার, রাজন্।
যেথা হ'তে আসিলাম, সেথা চলি' যাই
অলীকপ্রতিজ্ঞ রাজা! বঞ্চনা করিয়া,
সুখে থাক বন্ধুগণে আবৃত হইয়া।

দশ। কর, ঋষি! রোষ পরিহার,
আমি চির অধীন তোমার।
(স্বগত)——
কি কুক্ষণে হইল প্রভাত,
কেমনে ছাড়িব রামধনে?
না ছাড়িলে,
ভস্মীভূত হ'য়ে যা'বে অযোধ্যানগরী,
ভস্মীভূত হ'বে প্রজাগণ,
সস্ত্রীক সপুত্র ভস্ম হ'ব।
অন্ধক মুনির শাপ
বিশ্বামিত্র শাপে বুঝি ফলে।
কি করি,—কি বলি,—
আকুল পরাণ!
বুকে বাঁধা স্নেহ-ডুরী,
প্রাণ বাঁধা শ্রীর [illegible] প্রাণে,
কেমনে চক্ষের [illegible] করি!

ঋষি বলে' দশ দিন,
অহো, এ যে বর্ষ দশ শত।

বশিষ্ঠ। মহারাজ!
জন্ম তব ইক্ষ্বাকুর কুলে,
ধর্ম্ম অবতার তুমি,
পুণ্যাত্মা বলিয়া তুমি ত্রিলোক বিদিত,
এ হেতু, প্রতিজ্ঞা তব পালনি উচিত।
তাই বলি, মহারাজ! বিশ্বামিত্র-করে
রামেরে অর্পণ কর হরিষ অন্তরে।
শ্রীরামের অস্ত্রশিক্ষা কিংবা অশিক্ষায়
কিছু চিন্তা নাহি তব, দশরথ রায়!
রামের রক্ষক যদি বিশ্বামিত্র হন,
কি করিতে পারে তবে নিশাচরগণ?
আপনিই বিশ্বামিত্র আপনার বলে
পারেন করিতে নাশ সে রাক্ষস দলে।
কেবল রামের হিত করিবার তরে,
চাহেন তাঁহারে ইনি তোমার গোচরে

দশ। যাও, হে সুমন্ত্র! তবে,
আন ত্বরা প্রাণের কুমার রামে হেথা—

সুমন্ত্র। যে আজ্ঞা, ভূপতি!

বিশ্বা। বড় তুষ্ট হেনু আমি আজ,
সুখে থাক তুমি মহারাজ!

বামেব সহিত সুমন্ত্রের পুনঃপ্রবেশ।

রাম। নমি আমি তব পদাম্বুজে,
মুনিকুলচূড়ামণি।
নাম শুনিয়াছে দাস,
কিন্তু এত দিন দেখিনি ও পাদপদ্ম,
সার্থক নয়ন, মন, প্রাণ, দেহ আজি।

বিশ্বা। বটে বটে, মায়াময়।

বাম। (বাধা দিয়া)——কি আজ্ঞা পালিব পিতা?

দশ। যাও, বাছা! ইহাঁর সহিত
সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ রাখিবারে।
হে মহর্ষে! কি আর বলিব,
রাম মোর চিববহিঃপ্রাণ।

বিশ্বা। কি হেতু আশঙ্কা তব, রাজা।'
বীরপুত্র মহাবীর বলি'
বিদিত ভুবনে তব বাম।

দ্রুতপদে লক্ষ্মণেব প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা। আমি শুনিনু এখনি,
যা'বে নাকি ঋষি-যজ্ঞে?
ইনি বুঝি বিশ্বামিত্র মুনি?
প্রণমি তোমারে, প্রভো।
কিন্তু
যাই বল—দাও অভিশাপ—

গালি দাও, যাহা আসে মুখে,
তথাপি অগ্রজ রামে
কভু না যাইতে দিব তোমার সহিত।
চিরসঙ্গী আমি, দেব! অগ্রজের মোর,
আমারেও সঙ্গে লও।
রাম রঘুনাথ!
অনাথ করিয়ে মোরে—

রাম। সে কি, ভাই! ও কি বল?
চল মোর সাথে।
কিন্তু ভাই! পিতার আদেশ—

বিশ্বা। মহারাজ অযোধ্যা-ঈশ্বর!
লক্ষ্মণেরে রাম সনে দাও মোর করে,
দুই ভাই এক ঠাঁই না থাকিলে,
চঞ্চল হ'বেন দোঁহে।

দশ। যাও, রে লক্ষ্মণ! তবে দুই ভাই মিলি'
ধীরে ধীরে কৌশিকের সনে।
হে মহর্ষে!
দেহ মোর রহিল হেথায়,
এক প্রাণ দুই হ'য়ে,
দুই পুত্রসনে চলিল গো,
ব্যথা যেন না লাগে এ প্রাণে।

বিশ্বা। পিতৃপ্রাণ বুঝি আমি, রাজা!

দশ। সচিব সুমন্ত্র।
চল ত্বরা অস্ত্রাগারে,
বাছিয়া বাছিয়া,
অস্ত্র শস্ত্র ধনু দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
হে বশিষ্ঠ কুলপুবোহিত।
নাবায়ণ-গৃহে গিয়া কর স্বস্ত্যয়ন,
শ্রীবাম লক্ষ্মণে যেন পুনঃ সুমঙ্গলে
নিরখি এ সভা-গৃহে, দশ দিন পরে।

[সকলেব প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সরযূ নদীর দক্ষিণ তট।

বাম, লক্ষণ ও বিশ্বামিত্রেব প্রবেশ।

বিশ্বা। অ[illegible] যোজনের বেশী পথ অতিক্রমি'
[illegible]লাম তিন জনে।
কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে,
তোমা' দোঁহাকার কোমল চরণে
হ'য়েছে কতই ব্যথা;
ঘাম ঝরে দরদরে।

রাম। না, দেব! কিছুই ব্যথা হাঁটি'
হয় নাই চরণে আমার।
লক্ষ্মণ! তোমার পায়ে ব্যথা
হয়ে'ছে কি, ভাই?

লক্ষণ। দাদা! তুমি ক্ষণতরে
ব'স এই শিলা'পরে, বৃক্ষের ছায়ায়।
তোমার চরণ দু'টি
কঠিন মাটিতে হাঁটি', ব্যথিত ব্যথায়।
নবীন পল্লব ভেঙে আমি
তোমারে গো করিব বাতাস।
তোমার চরণ-পদ্ম দু'টি
বুকে তুলে, বুলাইব হাত।

বিশ্বা। লক্ষ্মণ!
তোমার এ ভ্রাতৃভক্তি জগতে অতুল।
সরযূ গো,
কুলুকুলু রবে
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি—ভ্রাতৃস্নেহ-কথা
বহি' তুমি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে
শুনাইয়া যাও যত ভ্রাতৃদ্বেষিগণে।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ!
ননীর পুতুলি তুই আমার নয়নে।
আয়,

তোরে কোলে করে বসি শিলাতলে,
এই বৃক্ষের ছায়ায়।

(লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করিয়া রামের উপবেশন)

পিপাসা পেয়েছে, ভাই ?

বিশ্বা। ক্ষণকাল পরে
দুই জনে সরযূর শীতল সলিল
পান ক'র আশা মিটাইয়া।
যাও, রাম !
যাও তুমি, কুমার লক্ষ্মণ।
সরযূর পবিত্র সলিল
স্পর্শ করি' এস ত্বরা নিজ নিজ শিরে।

(উভয়ের সরযূতে গিযা জলস্পর্শ)

এস চলি' মোর পাশে, নমি' দিবাকরে।

(উভয়ের বিশ্বামিত্রের নিকট পুনরাগমন)

বলা, অতিবলা মন্ত্র কর রে গ্রহণ।
এ দুই মন্ত্রের তেজে
বহু পর্য্যটনে নাহি হ'বে শ্রম-বোধ,
নাহি হ'বে রূপবিপর্য্যয়,
নাহি হ'বে জ্বর বা যন্ত্রণা,
নাহি হ'বে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ ;
নিদ্রিত অথবা কোন কার্য্যের সময়

অসতর্ক থাকিলেও,
নিশাচরগণ
না পারিবে অনিষ্ট সাধিতে।
সর্ব্বজ্ঞানের জননী,
পিতামহ বিধাতার যুগলনন্দিনী
বলা অতিবলা বিদ্যা ;
এই বিদ্যাবলে হও বলীয়ান্।

(রাম ও লক্ষ্মণের কর্ণে মন্ত্রপ্রদান)

সিদ্ধাশ্রমে চল যাই এবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সরযূ-তটস্থিত অরণ্যের মধ্যে একটি দেবালয়।

মূর্ত্তিমতী সরযূ ও মূর্ত্তিমতী গঙ্গা।

গঙ্গা। ভগিনী সরযূ।
ধন্য তুমি এ মহীমণ্ডলে,
রামচন্দ্র নিজে তব জলে
অবতরি' পরশিলা শিরে।

আমি ধন্য মিশি' তব নীরে।
সরস গো! আমিও কি তাঁ'রে
পাইব না স্পর্শ করিবারে?
বহুদিন গত হ'য়ে গেল,
এ অভাগী ভূমণ্ডলে এল
পাদপদ্ম ছাড়ি' তা'র,
পুনর্ব্বার কবে আর
পা'ব সে চরণ?
রামরূপী বিষ্ণুর কৃপায়
মোর জলে পাপ ধু'যে যায়
কোটি কোটি পাতকীর,
পাপি-পাপে পাপ-নীর
হ'য়েছে আমার।
যাঁ'র পদে জনম আমার,
তাঁ'র পদ পেলে পুনর্ব্বার
স্বর্গহারা গঙ্গা পুণ্যবতী।

সরস। দুঃখ সম্বরিয়া, আশ্বস্ত হইয়া,
থাক, সুরধুনি!
যা'তে মোক্ষপদ সেই পদ্মপদ
রাম রঘুমণি
দিবেন, স্বজনি! তব পুণ্য জলে।
ভক্তি-শতদলে দিবস রজনী

মানসে পূজ গো তা'র চরণ দু'খানি।

গঙ্গা। ভাল সখি, তবে আমি যাই,
শ্রীরামের পায়ে লুটে পড়ি,
নিদ্রিত আছেন এবে রাম,
মৎস্যচ্ছলে পদসেবা করি।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আরণ্য পথ।

বৃক্ষমূলে রাম ও লক্ষ্মণ নিদ্রিত।

পার্শ্বে বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট।

বিশ্বা। কি ছার মারীচ আর সুবাহু রাক্ষস?
ইচ্ছা কৈলে পারি ধ্বংসিবারে
অসংখ্য রাক্ষস বংশ একটি নিশ্বাসে।
কিন্তু,
বাসনা আমার এই সদা জাগে মনে —
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি শ্রীমধুসূদনে
মম যজ্ঞে ল'য়ে যেতে।

ইহাঁর সমক্ষে
পূর্ণাহুতি দিব আমি যজ্ঞকুণ্ডে মম ;
পূর্ণ হইবে কামনা।

(নেপথ্যে গীত)

ভৈরব—চৌতাল।

প্রভাত হইল, ভুবন গাইল
জয় জয় জয় রাম।
আকাশ-ছায়ায়, ঊষা সতী গায়,
শ্রীরাম মধুর নাম।
শতদল জলে, ফোটে পরিমলে,
রাম রাম বলে অলি।
রাম নাম শুনি', উদ্দেশে নলিনী,
রাম-পায়ে পড়ে ঢলি' ॥
ফোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে,
পাখী বলে রাম বুলি।
জাগ রে সকলে, রাম রাম ব'লে,
ভকতি-কপাট খুলি' ॥

বিশা। গা তোল,—গা তোল দুটি ভাই।
ওঠ, বাছা! রাতি আর নাই।
দুগ্ধফেন-নিভ শয্যাতলে

শুতে দুই জনে।
মোর তরে আজি বৃক্ষমূলে
ধূলার শয়নে।
গুরু বলি' বাড়াইলে মোর গৌরব অপার।
ওঠ শিষ্য রাম, ওঠ লক্ষ্মণ আমার।
শাখিশাখে পাখী করে গান,
তাই কি রে ঘুমে অচেতন?
চল, বাছা! করিব প্রস্থান,
ছাড় ধূলার শয়ন।
প্রাতঃসন্ধ্যাকালে নিদ্রা উচিত না হয়,
জাগ, বাছাধন।

(রাম ও লক্ষ্মণের গা ত্রাখোন)

রাম। গুরুদেব!
গত কল্য মোরা তিনজনে
এসেছিনু এই স্থানে সন্ধ্যাগত হ'লে।
চিনিতে পারিনি কিছু কি আছে হেথায়
সে কারণ,
অন্ধকারে অচিহ্নিত সব।
এক্ষণে নয়নে মোর
নব নব কত কি গো পড়ি'ছে চৌদিকে,
প্রভাত-আলোকে।
গুরুদেব!

ঐ দু'টি কোন্ কল্লোলিনী
সঙ্গমি'ছে কল নাদে ?
তপোরত মুনিগণ ওই না ওখানে,
বল্মীক-আবৃত দেহ ?
উঁহাদিগে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।
বল, গুরু !
বল এই আশ্রম কাহার ?
কেই বা বসেন হেথা ?
কি নাম তাঁহার ?

বিশ্বা। শুন, রাম রঘুমণি !
কন্দর্পের এ আশ্রম আছিল পূর্ব্বেতে ;
অন্য নাম কাম তাঁ'র ;
পূর্ব্বে তিনি ছিলা দেহধর।
এক দিন
মহাদেব দেব ত্রিলোচন
সমাধি করিয়া শেষ,
ল'য়ে দেবগণে
যাইতেছিলেন সুখে বিলাসের স্থলে।
হেন কালে
সে অনঙ্গ তাঁ'র চিত্তমাঝে
উৎপন্ন করিলা ভ্রমে দারুণ বিকার।
ক্রোধনেত্রে মহাদেব অমনি তখন

হুঙ্কারে করিলা ভস্ম তাঁ'রে।
এখানে অনঙ্গ-অঙ্গ হৈল ভস্মীভূত,
তাই এ দেশের নাম
'অঙ্গ' বলি' খ্যাত ভূমণ্ডলে।

রাম। পর-অপকার করে যেই,
তা'র ভাগ্যে প্রতিফল এই।

লক্ষ্মণ। তবু, দাদা! দুষ্ট লোক নাহি শিখে নীতি।

বিশ্বা। চল পুনঃ যাই তিন জনে
অরণ্যের পথ ধরি' সিদ্ধাশ্রমে মম।
ভাল কথা মনে হ'ল,—
এই পথ দিয়া যদি যাই, রঘুবর!
তিন দিবসের পথে সিদ্ধাশ্রম মম,
ওই পথ দিয়া যদি যাই,
কালি প্রাতে পাইব আশ্রম।
কিন্তু বড় ভয় ভাবি ও পথে যাইতে।

রাম। কেন, গুরুদেব?

বিশ্বা। তাড়কা নামেতে এক দুষ্টা নিশাচরী
কণ্টক ও পথিমাঝে!
যদি তা'র চক্ষে পড়ি তিন জনে,
তা' হ'লে সে দুষ্টা বধিবে জীবনে।
তাই বলি, রাম!—

রাম। তাড়কা রাক্ষসী?—কে সে প্রভো;

বিশ্বা। সুকেতু যক্ষের কন্যা,
জম্ভাসুর-পুত্র সুন্দ পতি তা'র,
মম যজ্ঞবিঘ্নকারী
মারীচ রাক্ষস দুরাচার
পুত্র তা'র।
তাড়কার ভয়ে ভীত সর্ব্বজন।
কতশত তপস্বীরে মাতাপুত্রে মিলি',
বধিয়া রুধির পান করে মুহুর্মুহুঃ।
তাড়কার উৎপীড়নে কেহ নহে স্থির,
বৃক্ষের পত্রও কাঁপে দেখিলে তাহারে।
তাই বলি, বাছা,
চল যাই তিন জনে এই পথ ধরি'।
মহারাজ দশরথে মনে পড়ে মোর,
যা'ব না ও পথে, রাম!
রাম। গুরুদেব!
লক্ষ্মণেরে ল'য়ে
তুমি যাও এই পথে।
আমি ওই পথে যাই, প্রভো।
তোমার চরণ-রেণু-প্রসাদে আমার
কিসের কি ভয়?
শাসি' আমি তাড়কারে,
নিষ্কণ্টক করিব ও পথ।

সিদ্ধাশ্রমে দেখা হ'বে পুনঃ তিন জনে।

লক্ষ্মণ। গুরুদেব! একা তুমি যাও;
অগ্রজের সনে আমি যাইব ও পথে।

রাম। লক্ষ্মণ! বালক তুমি;
তাই বল এ হেন বচন।
যাও তুমি
গুরুসনে সিদ্ধাশ্রমে এই পথ ধরি'।

বিশ্বা। বুঝিলাম, বীর তুমি, রাম!
ধন্য তব ধনুর্ব্বাণশিক্ষা।
এ বাক্য-প্রয়োগ মোর পরীক্ষার তরে।
তোমা' হ'তে হ'বে মোর কার্য্যের উদ্ধার;
জগতের হ'বে সুমঙ্গল।
দেখিব বিক্রম তব,
দেখিব শকতি;
চল যাই ওই পথে মিলি' তিন জনে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তাড়কারণ্য।

তাড়কা ও মারীচ।

তাড়কা। বেশ্ বেশ্ বেশ্, বেশ্ রণবেশ্,
আন্‌গে ছিঁড়ে ঋষির মাথা ;
এখন্, মারীচ। যা'বি কোথা ?

মারীচ। বিশ্বামিত্তির ব্যাটা আবার
কোচ্চে গো মা ! যগ্গিব্যাপার ;
যগ্গিপণ্ড কোর্‌ব গো তা'র।
কি খা'বি তুই,—কি খা'বি তুই ?

তাড়কা। ঘি, ঘি, ঘি।

মারীচ। হি হি হি।

বেগে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। ছি ছি ছি !

মারীচ। কি কি কি ?

সুবাহু। ছি ছি ছি !

মারীচ। কেন্ রে সুবাউ এমন্ বলিস্ ?

সুবাহু। তোর মাকে তুই ঘি খেতে দিস্ ?

ঋষিগুলো ঘি দুদ্ খায়,
রক্ত তা'দের মিষ্টি তায়।

তাড়কা। বেশ্ বোলেচিস্, বেশ্ বোলেচিস্।
আমায় তবে তাই এনে দিস্।
রক্ত খা'ব—রক্ত খা'ব,—
কাঁচা খা'ব? না পাকা খা'ব?

সুবাহু। কাঁচায় পাকায় মিশিয়ে খা'বি—
মড়ার চুলোয় ফুটিয়ে নিবি;

মারীচ। তা' হ'লেই মা স্বোয়াদ পা'বি।

তাড়কা। কখন তোরা আন্‌তে যা'বি?

উভয়ে। এই চল্লুম—এই চল্লুম।

[সকলের প্রস্থান।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। এই, রাম! তাড়কার বন।
সাবধানে ধর ধনু করে,
যুড়ি' শর দুই জনে।

রাম। কই, গুরু! সেই নিশাচরী?
কিরূপ আকার তা'র?

বিশ্বা। এখনি দেখিবে চক্ষে, বাছাধন!
আমাদের দেহ-ঘ্রাণ, বিদ্যুতের বেগে
পশিয়াছে নাকে তা'র।

এল এল, সাবধান!
এখনি উঠিবে ঝড়,
বৃক্ষ মড়মড়ি' ভাঙিয়া পড়িবে ভূমে।

লক্ষ্মণ। উঃ,
ঐ দেখ, দাদা!
ভীম ঝঞ্ঝাবায়ু পড়ি'ছে আছাড়ি' বৃক্ষে।
ঐ আসে কদাকারা ঘোরা নিশাচরী!
গলে ওর অস্থিমালা দলমল করে;
কূপসম চক্ষু দু'টা অগ্নিরাশি ঢালে,
বিকট মুখের রন্ধ্র—অতল সাগর!
দুই হস্তে শালতরু।
ছুটি'ছে বিদ্যুদ্বেগে আঁখি পালটিতে।

রাম। সাবধান, ভাই রে লক্ষ্মণ!
স্মর ভাই! নারায়ণে;
সুমিত্রা মায়ের পদধূলি,
পড়ুক আসিয়া তোর শিরে।

বিশ্বা। হান বাণ, রঘুমণি!
চক্ষুর নিমেষে কাটি' পাড় রাক্ষসীরে।

রাম। গুরুদেব!
দেহ পদধূলি শিরে,
বধিব না তাড়কারে,—স্ত্রীহত্যার ভয়।
নাগপাশে বাঁধি' ওরে দিব তব পদে।

বিশ্বা। সে কি, রাম!
বধ বধ, নিষ্ঠুরা রাক্ষসী;
ওর বধে নাহি হ'বে পাপ।
শত শত ঋষিনারী পা'বে প্রাণ,
একটা রাক্ষসী-বধে।

রাম। কি করি,—উপায় নাই;
শিরোধার্য্য গুরুর বচন!
আসিবার কালে,
অযোধ্যা নগরে
বলিলেন পিতা;—
'দেখ, বাছাধন!
বিশ্বামিত্র-মুনিবাক্য করিও পালন।'
সে হেতু,
গো-ব্রাহ্মণ-হিতে আর দেশের সুহিতে,
তব বাক্য, প্রভো! আমি প্রস্তুত পালিতে।

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা যদি পাই, দাদা!
তা' হ'লে এখনি কাটি' পাড়ি রাক্ষসীরে।
তোমার প্রসাদে, মোর এক মাত্র শর
তাড়কার সাক্ষাৎ শমন।

রাম। প্রাণের লক্ষ্মণ! জানি তোর বল;
কিন্তু, ভাই! গুরুর আদেশ মোর প্রতি।
সাবধানে রহ তুমি।

(নেপথ্যে)।

বিধি মোরে বাম নহে ;
গৃহে বসি' পাইনু সুভক্ষ্য তিন গ্রাস।
কে তোরা রে মাংস-পিণ্ড ?

বেগে তাড়কার প্রবেশ।

রাম। সাক্ষাৎ শমন তোর,
এই দেখ্, নিশাচরি !

তাড়কা। কি বলিলি ?—কি বলিলি ?
দেখ্ তবে কে কা'র শমন।

(রাম ও তাড়কার যুদ্ধ, তাড়কার পতন ও মৃত্যু)
(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিবাদ্য)

রাম। দেহ পদধূলি, গুরুদেব !
আজ্ঞা তব করিনু পালন।
অবহেল্য নহে গুরুবাণী,
তেঁই সে করিনু হেন কাজ।
অশি' থাকে যদি ইথে পাপ,
তবে যেন
তব পদ-রেণু-স্পর্শে পবিত্রতা লভি।

বিশ্বা। আশীর্ব্বাদ করি, রে বাছনি !
এইরূপে আজীবন শত্রু বধ কর ;
চণ্ডিকা সহায় তোর সদা।
আশীর্ব্বাদ করি, রে লক্ষ্মণ !

রাম সম হও বীর।

চল এবে নির্ব্বিবাদে সিদ্ধাশ্রমে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিদ্ধাশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। বাছা, রাম ! বড় তুষ্ট আমি তব প্রতি।
তোমার মঙ্গল হউক,—এই মম মতি।
হ'য়েছি পরমপ্রীত, এই হেতু তোমায়
কতগুলি দিব্য অস্ত্র দিতে মন চায়।
সে সব অস্ত্রের শক্তি অতি চমৎকার,
রোধিতে সে সবে শক্তি নাহিক কাহার।
গন্ধর্ব্ব, দানব, রক্ষ, সুরাসুরগণ
যদি তব শত্রু হ'য়ে ইচ্ছা করে রণ,
অনায়াসে সেই সব অস্ত্রের প্রভাবে
তা'সবারে তুমি, বাছা ! রণে পরাজিবে।
সেই সব দিব্য অস্ত্র এ হেতু এখন,
ধ্যানে আনি' তব করে করিব অর্পণ।

(ধ্যানে উপবেশন ও অবিলম্বে ঊর্দ্ধ হইতে বিশ্বামিত্রের সম্মুখে বাণপূর্ণ একটি তূণের আবির্ভাব)

ধর, রাম! পবিত্র অন্তরে
দিব্য-অস্ত্র-পরিপূর্ণ অক্ষয় তুণীর।
এই সব মহাঅস্ত্র যমদণ্ড সম;
প্রজাপতি কৃশাশ্বের আত্মজ এ সব।

রাম। গুরুদেব! বড় ভাগ্যবান্ আমি;
অনুগ্রহ তব অতুল জগতে।
এক এক বাণ তব, এক এক প্রাণ
এ দাসের, দয়াময়

লক্ষ্মণ। ভো আরাধ্য গুরুদেব!
জীবন, ভরসা, শক্তি তুমি এ দোঁহার।

রাম। তপোধন! ঐ মহীধরের সকাশ
শোভা পায় বৃক্ষাবলি মেঘের সঙ্কাশ।
দেখিবার যোগ্য উহা, অতি মনোরম,
মৃগগণ ধায়, ডাকে নানা বিহঙ্গম।
কৌতুহল হ'তেছে আমার,
বল, গুরু! ঐ বনে আশ্রম কাহার?
কহ, দেব! ব্রহ্মঘাতী নিশাচরগণ,
যাগ-বিঘ্ন করে যা'রা তোমার আশ্রমে,
যা'দিগে বধিব আমি, যজ্ঞরক্ষা তরে,
সেই সে আশ্রম তব কত দূর আর?

বিশ্বা। ঐ যে দেখি'ছ, রাম, অদূরে আশ্রম,
আমারি আশ্রম ওই।

পূর্ব্বে ঐ স্থানে যজ্ঞ কৈলা বলিরাজ।
সেই যজ্ঞে আদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু
জন্মিয়া অদিতি-গর্ভে বামন রূপেতে,
ছলিলেন বলিরাজে।

রাম ও লক্ষ্মণ। নমস্কার করি।

রাম। চল, গুরু!
তব পূত আশ্রমের ধূলিকণা মাখি'
পবিত্র করি এ দেহ।

(নেপথ্যে গীত)

দেখ্ রে জগৎ! মেলিয়ে নয়ন,
যথা হরি হয়েছিলেন বামন,
আজ তথা পুন করেন গমন,
কৌশিকের যাগ পূরণ তরে।
ধন্য ধন্য তুমি মুনি বিশ্বামিত্র!
ব্রহ্মাণ্ডের মিত্র হ'য়ে তব মিত্র,
পুরাইতে তব মনের বাসনা,
আসিলেন আজি ধনুক করে।
সিদ্ধাশ্রমে আজ সিদ্ধি বিরাজিলা,
অমর-দুন্দুভি গগনে বাজিল,
ফুল বিলাইয়ে প্রকৃতি সাজিল,
প্রাণ-মন-ভোলা আনন্দ-ভরে।
সিদ্ধাশ্রম-বাসী ওগো ঋষিগণ!

বেদ-মন্ত্র-গান কর জনে জন,
যজ্ঞেশ্বর হরি রাম রঘুমণি,
হের হের হের নয়ন ভ'রে ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিদ্ধাশ্রম।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। এই, রাম ! আশ্রম আমার।
রাম। করি কোটি কোটি নমস্কার,
লক্ষ্মণ। কোথা তব যজ্ঞস্থল, প্রভো ?
বিশ্বা। আশ্রমের পূর্ব্ব দিকে।
যজ্ঞ-বেদিকায় পড়ে অংশুমালিকর,
উষা হ'লে পশ্চিমগামিনী,
প্রতিদিন।
এবে দোঁহে এস স্নান করি'
গিয়া ঐ সিদ্ধিকুণ্ডে।
পর পুনঃ বীরবেশ দোঁহে।
যজ্ঞস্থলে গিয়া আমি যজ্ঞ আয়োজনি।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সুবাহু, মারীচ নিশাচর
মৃত্যুমুখ নিরখিবে আজ।
কিন্তু মারীচেরে নিপাত করিলে,
কার্য্যসিদ্ধি নাহি হ'বে ;—
নাহি হ'বে রাবণ-সংহার,
দেবের নিস্তার,
না ঘুচিবে পৃথিবীর ভার।
কেমনে নিষেধি নিজ মুখে,
রাঘবেরে মারীচ-নিপাতে ?
ইচ্ছারে ডাকিতে হ'ল কাছে,
ধ্যানযোগে।

(ধ্যান)

মূর্ত্তিমতী ইচ্ছার প্রবেশ।

ইচ্ছা। কুশিকনন্দন !
সহসা আসন মোর কি হেতু টলা'লে ?
ছিনু আমি দেবলোকে দেবতার মনে,
কেন আবাহন ?

বিশ্বা। দেবি !
বিষম সমস্যা আজি ;
ফিরাও রামের চিত্ত অক্ষি পালটিতে,
বাঁচাও মারীচে তুমি।
মরিলে সে পাপী,

ইচ্ছা গো, দেবের ইচ্ছা পুরাইবে কিসে ?
স্বর্ণময় মায়ামৃগ কে সাজিবে ?
কে খুলিবে রাবণের মৃত্যুর দুয়ার ?

ইচ্ছা। যা' বলিলে সত্য কথা ;
কিন্তু,
নিজেই ত তুমি, মুনি ! পার নিষেধিতে
রঘুকুল-ইন্দীবরে।

বিশ্বা। বাস্তবিক ;
কিন্তু আমি কেমনে নিষেধি,
আনিনু যেকালে রামে বধিতে মারীচে ?
পাইলেন কত কষ্ট রাম রঘুমণি,
হইলেন কষ্টভাগী তাঁ'সহ লক্ষ্মণ
পথে পথে, বনে বনে, পর্ব্বত-প্রস্তরে
আসিবার কালে।
ভগ্নোৎসাহ করা নহে উচিত, অমরি !
তুমি বই গতি নাই আর।
অয়ি ইচ্ছা !
তোমারি প্রসাদে,
সৃষ্টি করেছিনু আমি দ্বিতীয় জগৎ,
ত্রিশঙ্কুরে সশরীরে তুলিনু ত্রিদিবে।
চমকিলা দেববৃন্দ ;
বিস্মিত হইলা

পদ্মযোনি ব্রহ্মলোকে।
পুষ্করে আপনি তিনি আসিয়া আমারে
ব্রহ্মর্ষি করিলা বরে তোমারি প্রসাদে।
হিতৈষিণী তুমি মোর;
আমি তব পদে চিরঋণী।
আজি, ইচ্ছা! ইচ্ছা মোর কর গো, পূরণ
ফিরা'য়ে রামের মতি।

ইচ্ছা। তাই হ'বে;
সরামলক্ষ্মণ তুমি যজ্ঞপূর্ণ কর।

[ইচ্ছার প্রস্থান।

বিশ্বা। নিশ্চিন্ত হইনু এবে ইচ্ছার ইচ্ছায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যজ্ঞভূমি।

ঋষিগণ বেদমন্ত্রপাঠসহ যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত।
রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। বৎস রাম!
আজি মম সার্থক জীবন,

সার্থক এ যজ্ঞভূমি,
সার্থক এ যজ্ঞ যাগ।
দাঁড়াও সমক্ষে তুমি, পরমেশ!
দাঁড়াও, লক্ষ্মণ! রাম-বামে,
সাক্ষাৎ অনন্ত তুমি।
দেখ, ব্রহ্মা!
দেখ, রুদ্র!
দেখ, পুরন্দর!
অষ্ট দিকপাল!
চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী!
দেখ চেয়ে,
পর্ব্বত, অরণ্য, জলনিধি!
দেখ চেয়ে,
পরমাণুপুঞ্জ!
মানব-অদৃশ্য চক্ষু মেলি'—
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি-শ্রীপদ-কমলে
এই দিনু পূর্ণাহুতি।

সকলে। জয় জয় রাম!

নেপথ্যে। জয় জয় রাম!

তপস্যার ফল হইল সফল,
মানব-জনম, গর্ভের যন্ত্রণা,
সংসারের ঘোর পাপ-কোলাহল

ঘুচিল আমার।
চরণ তোমার, নারায়ণ !
রাখি এই যজ্ঞ-বেদিকায়,
আঁখি ভরি' হেরি' ও চরণ,
যজ্ঞকুণ্ডে দি হে পূর্ণাহুতি !

(স্তব)

বিশ্বা। তুমি তপোরাশি, তুমি তপোময় ;
তুমি তপোমূর্ত্তি, জ্ঞানের নিলয়।
তপোবল-ফলে, পুরুষ-উত্তম।
নয়ন-সম্মুখে তুমি আজি মম।
তোমার শরীরে, প্রভু নারায়ণ,
নিখিল জগত করি দরশন।
অনাদি অনন্ত একমাত্র তুমি,
শরণ তোমার লইলাম আমি।

(নেপথ্যে সহসা ঝড় ও মেঘগর্জ্জন ; ঊর্দ্ধ
হইতে পুনঃপুনঃ অস্থি, ধূলি, জল,
মাংস, রক্ত, বৃক্ষ
ও প্রস্তরবৃষ্টি)

সকলে। সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ !
বিভ্রাট আবার আচম্বিতে !

বিশ্বা। সাবধান, রঘুমণি !
সাবধান, কুমার লক্ষ্মণ !

ওই আসে দুরাচার সুবাহু, মারীচ।
বাঁচাও আশ্রিত ঋষিগণে
এ বিপদে, বিপদবিনাশী !

রাম। সাবধান, ভাই রে লক্ষ্মণ !
সুমিত্রার স্তন্যের পরীক্ষা দাও ত্বরা।

বেগে সুবাহুর প্রবেশ।

কে তুই, রাক্ষস !

সুবাহু। সুবাহু—সুবাহু ;
জগতে বিদিত নাম মোর।
যজ্ঞপণ্ডকারী আমি,
মুণ্ড চিবাইব ধরি',
আয় আগুবাড়ি'।

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা দেহ, রঘুনাথ !
কাটি' পাড়ি বাহু এর।

রাম। নির্বাহু করিয়া দুষ্টে মার, রে লক্ষ্মণ !
ঘুচুক কণ্টক।

(লক্ষ্মণ ও সুবাহুর যুদ্ধ ; সুবাহুর পতন ও মৃত্যু)
বেগে মারীচের প্রবেশ।

মারীচ। দৈবাৎ
নিহত সুবাহু বীরবর ;
অসার বড়াই তোর ঘুচাই নিমেষে।
ক্ষুদ্র শিশু !

কত বল ধরিস্ শরীরে,
দেখিব এবার ;
নখে ছিঁড়ি' মুণ্ড দু'টা গুঁড়াইব দাঁতে।

লক্ষ্মণ। সুবাহুর পাপ আত্মা তোরে
ডাকিল আমার শরমুখে।
মরিলি, পামর !

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ !
নাহি এড় শর ওর প্রতি ;
তাড়কার পিণ্ড দিতে বাঁচাইব ওরে।
কিন্তু ঘুচাইব অহঙ্কার,
এই দেখ,
বায়ুবাণে উড়াইয়া সাগর-সলিলে,
ফেলি দুষ্ট দুরাত্মা রাক্ষসে।

মারীচ। মোর ভয়ে ঋত্ত জড়সড়,
তুই উড়াইবি মোরে।
পোড়া'ব জঠরানলে গিলি' তোরে।

(রাম ও মারীচের যুদ্ধ ; রামের বায়ব্য শরাঘাতে মারীচের ঊর্দ্ধে অন্তর্ধান)

বিশ্বা। আশীর্ব্বাদ করি, রাম !
শত্রুজয়ী তুমি মহাবীর।
আশাপূর্ণ আজি মোর তোমার কল্যাণে।
এ দরিদ্র গুরুর বাসনা,

অরণ্যের ফল, নির্ঝরের জল,
কর রে গ্রহণ ভাই সনে ;
আশ্রমে প্রস্তুত আছে সব ;
চল দোঁহে।

রাম। বড় ভাগ্য আমা' দোঁহাকার,
ভক্ষণ করিব আজ গুরুর প্রসাদ।

[সকলেব প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্রগর্ভ।

শরাহত মারীচ জলে ভাসমান।

মারীচ। অহো, ভাগ্য, এ কি বিড়ম্বনা,
পরাজিত বালকের শরে!
দশেক যোজন পথ উড়ি'
পড়িলাম সমুদ্রের জলে!
ধিক্ মোরে,
ধিক্ মোর রাক্ষসী শক্তিরে!

(কষ্টেস্থষ্টে সমুদ্র হইতে তীরে উত্থান)

এ কি, এ কি! এ কি দেখি,—
রামময় সমুদ্রের জল!

বামময় পাদপের ফল।
বালুকাব কোটি কোটি কণা
কোটি কোটি রাম!
অহো,
ও কি পশে শ্রুতিমূলে।
বাম-নাম বহি' বায়ু পশে কর্ণপথে।
বীরবেশ।
তীক্ষ্ণ শব যেন বে ছুটি'ছে চাবি ভিতে।
মবিনু মবিনু বুঝি।
বক্ষা কব, দয়াময়।
তুমি, বাম। দীনেব দযাল,
বিপন্নেব সহায় সম্পদ।
কভু আর না করিব পাপকাজ,
আজ হ'তে হইলাম বৈষ্ণব তপস্বী।
রক্ষা কব ভক্তে, রঘুমণি!
বুঝিতে পারিনু,
তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
আর না যাইব দেশে,
এই সিন্ধুতটে কুটীর রচিয়া,
আজন্ম জপিব রাম-নাম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সিদ্ধাশ্রম।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট।
একজন ঋষিশিষ্যের প্রবেশ।

বিশ্বা। কি সংবাদ ?

শিষ্য। নমি, গুরো! চরণে তোমার।
মিথিলার পতি
মহামতি রাজর্ষি জনক সীরধ্বজ
দূতহস্তে প্রেরিলা এ লিপি।

(লিপিপ্রদান)

বিশ্বা। (পত্রপাঠান্তে)—
বুঝিলাম লিপিমর্ম্ম।
শুন, বৎস রঘুমণি!
ধনুর্যজ্ঞ হ'বে মিথিলাতে
মহাসমারোহে;
নিমন্ত্রিত হৈনু আমি শিষ্যগণ সনে।
কালি প্রাতে শুভ যাত্রা করিব সকলে।
নিতান্ত বাসনা মোর,—
দুই ভাই মিলি'

আমার সহিত চল যজ্ঞ-দরশনে।
তথা হ'তে ফিরি'
যা'ব বরাবরি অযোধ্যা নগরী।

রাম। যথা আজ্ঞা, গুরুদেব!
কি দেখিব তথা, মহামুনি?

বিশ্বা।
সেখানে যাইলে পর, অদভুত-কলেবর
নিরখিবে এক শরাসন,
পূর্ব্বে সে যজ্ঞের কালে, দেবরাত নরপালে
সেই ধনু দিলা পঞ্চানন।
অপ্রমেয় বল তা'র, দেখিতে সে ঘোরাকার,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রক্ষোগণে
সে ধনুতে দিতে গুণ সকলেই অনিপুণ;
নরে তবে পারিবে কেমনে?
সে ধনুর কত বল জানিবারে রাজদল,
আর যত রাজার কুমার
এসেছিল তুষ্টচিতে, কিন্তু গুণ আরোপিতে
হয় নাই ক্ষমতা কাহার।
যজ্ঞ-ফল-লাভ-মতি জনক মিথিলাপতি
শঙ্করের পাশে যাচ্ঞা করি',
লভিয়া সে ধনুরত্ন, করিয়া বিশেষ যত্ন,
রেখেছেন গৃহের ভিতরি।

আরাধ্য-দেবতা-জ্ঞানে, অগুরু-ধূপাদি-দানে
জনক পূজেন সদা তা'রে ;
অতএব চল, বাপ ! সে অদ্ভুত মহাচাপ,
আর সেই যজ্ঞ দেখিবারে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গানদীর দক্ষিণ তট।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ;
অগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন ;
সূর্য্যকরে বিদগ্ধ ধরণী।
ডাকে না বিহঙ্গ শাখে,
রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে।
প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাহি আর ;
মূর্চ্ছিত হইয়া যেন আকুল-হৃদয়া।
বহি'ছে গঙ্গার বারি, ধীরি ধীরি গতি,
নির্জ্জন প্রদেশে।
তরী নাহি একখানি ;
কেমনে হ'বেন পার রাম রঘুমণি
লক্ষ্মণের সনে ?
অয়ি গঙ্গে পতিতপাবনি !
কর পার ভব-সিন্ধু-পার-কাণ্ডারীরে,
দয়াময়ি !

(স্তব)

জয় জয় গঙ্গে ! ধবল-তরঙ্গে,

হর-শির-বিহারিণি !

জয় ভাগীরথি, দেবি দয়াবতি,

পাপি-জন-নিস্তারিণি !

মকর-বাহিনি, কমল-ধারিণি,

ভোগবতি, ত্রিলোচনি !

পূত-নীর-ধারা, শ্বেত-মুক্তা-হারা,

ভব-ভয়-বিমোচনি !

(প্রণাম)

দেখা দে মা ! বিপদ সময়ে,

অভয়ে ভবেশ-জায়া !

(জল হইতে সহসা গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা। তপস্বি-ঈশ্বর !

কই রাম জগতের পতি ?

তাঁ'রে পার করিবারে

এই পার-ঘাটে

আছি আমি প্রভাত হইতে।

কত শত ঘাটে আজ,

পদ্ম কত শত

ভাসি'ছে ভক্তের কর হইতে সলিলে ;

একটিও লই নাই কর পাতি',

যাই নাই কোন ঠাঁই, মুনিবর !
বহুযুগ পরে আজ
স্বহস্তে ধরিব ভক্তি-ভরে
শ্রীহরির পাদপদ্ম।
আজি মম বক্ষে ভাসিবে হরির তরী ;
বড় ভাগ্যবতী আমি।
ধুইব মনের মলা,
ধুইব পরের পাপ,
স্বকরে ধুইয়া তাঁ'র পূত পা দু'খানি।

বিশ্বা। কেমনে করিবে পার,
মা জননি ?
কই তরী ?—কই তরীবাহী ?

গঙ্গা। নাগকন্যাগণে আমি করেছি আদেশ,
এখনি আসিবে তা'রা
সুবর্ণের নৌকা বাহি' এ তটে ঝটিতি।
আপনি ধরিয়া হাল,
ভব-সিন্ধু-পারকারী শ্রীমধুসূদনে
ল'য়ে যা'ব পর-পারে।
বিলম্ব ক্ষণেক,
দেখি কত দূরে আসে পারের তরণী।

(জলমধ্যে অন্তর্ধান)

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ভানুতাপে ঘেমেছে শ্রীমুখ,
নবীন-পল্লব-বায়ু বহাইব গায়।
না জানি,
কতই কষ্ট হ'তেছে তোমার, রঘুরাজ!
(পল্লববীজন)

রাম। গুরু গো!
না পারি সহিতে আর সূর্য্যের কিরণ!
কই তরী?
কেমনে হইব পার পর-পারে?

বিশ্বা। রঘুনাথ!
সামান্য সূর্য্যের তাপে এতই যন্ত্রণা?
পারে যেতে এতই আকুল?
ভাল, দেব!
বল দেখি,—
এ ভব-সাগরে কত কষ্ট তা'র,
নাহি যা'র কোন পথ—পারের তরণী।
আজীবন নিঃসহায় হ'য়ে,
কতই হতাশ সেই জন
পারে যেতে।
তা'র কষ্ট পড়ে কি হে মনে, কর্ণধার?
বল মোরে,

করহ প্রতিজ্ঞা আজি, রাম !
তব পদ-তরীর সহায়ে
ল'বে ভব-বাসিগণে ভব-সিন্ধু-পারে !
তা' হ'লে এখনি,
তোমারে করিব পার আনাইয়া তরী ;
নহে কে করিবে পার,
ভব-সিন্ধু-কর্ণধার ?
পার নাহি পেলে, পার কে করে কাহারে

রাম। গুরুদেব !
লজ্জাময় কষ্ট বড় বাজে ;
আর লজ্জা দিও না আমারে ;
গুরুর সমক্ষে এই পণ,—
দিনান্তেও একবার
যে ডাকিবে 'রাম' বলি' ভক্তিভরা চিতে,
আমি তা'র কর্ণধার ভবের সাগরে।

বিশ্বা। জয় জয়, রাম !

(নেপথ্যে গীত)

"ভক্তিভরে, মধুর স্বরে,
'রাম' বল রে নর নারী !
চরণ-তরী, দিয়ে হরি,
আপ্নি হ'লেন পারের কারী ॥

ভবের সিন্ধু, জলের বিন্দু-
সমান হ'ল রামের নামে ;—
বাজিয়ে ডঙ্কা, ঘুচিয়ে শঙ্কা,
চল্ সবাই যাই গোলোকপুরী ॥"

বিশ্বা। হের, বাছাধন !
ওই আসে সোণার তরণী।
তালে তালে নাগকন্যাগণ
ক্ষেপণী নিক্ষেপে জলে।
ভগবতী ভাগীরথী নিজে
তরীকর্ণ ধরি' তরী আনে' লক্ষ্য-পথে।
যেথা দিয়া আসে তরী,
সেথা যেন ধীরি ধীরি
তালে তালে নাচে বারি।
ফুলকুল ঘেরি' তরীর চৌধার,
তালে তালে নাচি' জলে আসি'ছে ভাসিয়া।
যেন,
ফুলরূপ জলে তরী খানি ;
সুবর্ণের বক্ষে যেন উজ্জ্বল রতন।

নাগকন্যাগণের সহিত নৌকা বাহিয়া গঙ্গার
পুনঃপ্রবেশ।

(নৌকা হইতে গঙ্গা ও নাগকন্যাগণের তটে অবতরণ ও
রামকে প্রণাম।)

গঙ্গা। দয়াময় !

মাতৃহীনা কন্যা আমি তব ;
তুমি মোর মাতা—পিতা।
নাহি মোর মাতা কোন কালে ;
তব পাদপদ্মোদ্ভবা আমি, দীননাথ !
তোমার প্রসাদে,
ভোলানাথ স্বামী মোর,
কে এমন রমণী জগতে,
আমার পতির মত পতি যা'র ?
কত যে বাসেন ভাল ভোলানাথ,
না জানি বর্ণনা তা'র।
শিরজটে রাখেন ভূষিয়া দিবানিশি ;
শিরে ধরি' মোরে,
বাড়া'তে পত্নীর মান,
ধরিলেন নাম "গঙ্গাধর"।
পতিগৃহে দুঃখ নাহি মোর,
কেবল সপত্নী-দুঃখ-শেল
বিঁধে মর্ম্মে থাকি' থাকি' ;
এই দুঃখ জানা'তে তোমারে,
দুঃখহারী !
কত যুগ মর্ত্তে গোঙাইনু ;
কিন্তু না পাইনু তব দেখা।
সুসময়ে দেখা আজি,

এক ভিক্ষা মাগি আমি ও রাজীব-পদে,
সপত্নী-যন্ত্রণা
নাহি যেন ঘটে আর অবলা-কপালে
ভারতে উত্তর কালে।
দেহ পদধূলি মাথে,
দেহ পদ বাড়াইয়া দুহিতার করে,
ধুইয়া রাখিব ধূলি সীমন্ত-সিন্দূরে।
উঠ এ নৌকায়,
বৈকুণ্ঠের পতি হরি!
পিতারে করিবে পার আদরের মেয়ে।

বিশ্বা। গঙ্গা-জলে পা ধুইয়া,
উঠ, রাম! নৌকার উপরি।

(সকলের নৌকারোহণ)

গঙ্গা ও নাগকন্যাগণ।—(গীত)

(জগৎ!) দেখ্ রে চেয়ে, যাচ্চি বেয়ে,
সোণার তরণী;
তরীর উপর, শ্যাম কলেবর,
রাম রঘুমণি।
(যিনি) ভবের জলে, অবহেলে,
করেন জীবে পার,
আজকে তাঁ'রে, নিচ্চি পারে,
হ'য়ে কর্ণধার;—

পারের কড়ি, ধোবে নেবো,
চরণ দু'খানি।

[নৌকা বাহিতে বাহিতে সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিশালারাজ্য গঙ্গার উত্তর তট।

সুমতি ও তাঁহার মন্ত্রিগণ।

সুমতি। মন্ত্রিগণ।
শুভক্ষণে গঙ্গাস্নানে আসিলাম আজি,
হের ওই,
হেম-নৌকা আসে এক।
যে মূর্ত্তির পূজা করি ঘাটের দেউলে,
সে মূর্ত্তির মত মূর্ত্তি কোন্ দেবী উনি
ফিরান নৌকার হাল ?
কোন্ দেববালাগণ ক্ষেপয়ে ক্ষেপণী ?
কোন্ ঋষি বসি' ওই ?
রবিশশিসম
কে ওই বালক'দু'টি বসি' ঋষি-পাশে ?

মন্ত্রিগণ। বুঝিতে নারিনু, রাজা! যেন মায়াজাল।

সুমতি। আসিল নিকটে তরী।
বুঝিলাম এতক্ষণে,
বিশ্বামিত্র মুনিবর নৌকার উপরি।
বুঝিলাম,
আপনিই ভাগীরথী বাহেন তরণী;
প্রণিপাত করি।
কিন্তু, মন্ত্রিগণ!
নারিনু বুঝিতে ওই বালক দু'টিরে।

(নেপথ্যে পূর্ব্বগীত "(জগৎ!) দেখ্ রে চেয়ে" ইত্যাদি)

নৌকাযোগে রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, গঙ্গা ও
নাগকন্যাগণের প্রবেশ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের তটে অবতরণ)

[নৌকা লইয়া গঙ্গা ও নাগকন্যাগণের প্রস্থান।

সুমতি। প্রণিপাত, মুনীশ্বর!
আজি শুভক্ষণে,
হেরিলাম শ্রীপদ তোমার।

বিশ্বা। লহ, ভূপ! আশীর্ব্বাদ;
আছ ত কুশলে, মহারাজ?

সুমতি। তব পদার্পণে
বিশালারাজ্যের সহ মঙ্গল আমার।
কৃপা করি' কহ, তপোধন!

কোন্ ভাগ্যবান্,
কোন্ ভাগ্যবতী
এ দোঁহার পিতা মাতা ?
অথবা মর্ত্তের নহে এ যুগল চাঁদ।

বিশ্বা। দশরথ অযোধ্যার পতি
এই দু'টি বালকের পিতা,
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাম,
তপ্তস্বর্ণ কুমার লক্ষ্মণ।
কৌশল্যা রামের মাতা,
লক্ষ্মণের সুমিত্রা জননী।
যাইতেছি মিথিলা নগরী
ল'য়ে এই রাজপুত্র দু'টি,
রাখিবারে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ।

সুমতি। সুখী হৈনু আমি আজ,
এই দু'টি রাজপুত্র থাকুন্ কুশলে,
অটুট থাকুক্ ধনুর্ব্বাণ।

রাম। করি নমস্কার,
মহারাজ বিশালাধিপতি !
প্রাণের লক্ষ্মণ !
নমস্কার কর মহারাজে।

লক্ষ্মণ। নমস্কার, মহারাজ !

সুমতি। আশীর্ব্বাদ করি,

প্রিয়পত্নী লভ দুই ভাই।

বিশ্বা। তোমার সুবাক্য, রাজা। হউক সফল।

সুমতি। হে কৌশিক-কুল-চূড়ামণি।
নিতান্ত বাসনা,
দয়া করি' এ দাসের গৃহে
সামান্য আতিথ্য আজ কর গো গ্রহণ,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে।
কালি সুপ্রভাতে
যাইও মিথিলাপুরী মিলি' তিন জনে।

বিশ্বা। বড় ভাগ্যবান্ তুমি, রাজা!
রাম তব দুয়ারে অতিথি;
পূর্ণ কর মনোরথ।
চল, রাম!
চল এবে, কুমার লক্ষ্মণ!
চল তবে, ভূপতি সুমতি!
লইব আতিথ্য তব।

[সকলের প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈলাসপর্ব্বত।

শিলাখণ্ডোপরি মহর্ষি গৌতম উপবিষ্ট।

গৌতম। কেন এ দক্ষিণ চক্ষু নাচে ?
কেন এ দক্ষিণ বাহু কাঁপি'ছে আমূল ?
কেন আজ,
সুপ্রসন্ন দিগঙ্গনাগণ ?
কেন আজ,
মনের বিকার,
হতাশ, বিষাদ, ক্রোধ, ঘৃণা
গলিয়া গড়া'য়ে গেল তুষারের সনে ?
কেন আজ,
অহল্যারে পড়ে মনে পূর্ব্বের মতন ?
কিছুই বুঝিতে নারি।
অনন্ত চিন্তায়
উদ্ভ্রান্ত কি হ'ল মন ?
অথবা এ শৈল-মরীচিকা ?

—

তৃতীয় অঙ্ক।

পবিত্র কৈলাস !
গূঢ়মর্ম্ম কহ মোরে।
কহ, রে নির্ঝর !
কেন হেন ভাবান্তর ?
অনন্ত তুষার।
এ কি মোর মনের বিকার ?
কৈলাস-বেষ্টনী মেঘমালা !
বুঝাও,
কেন ঘন করে হেন খেলা ?
লোকসাক্ষী বিশ্ব-অক্ষি ভানু !
দৈবজ্ঞ হও গো আজি,
খোল খোল ভবিষ্যের দ্বার।
গ্রহাসন-দীপ্ত-নীলাম্বর !
খোল খোল নীলাম্বর তব,
মম ভাব-বিপর্য্যয়-বীজ
বক্ষে তব ঢাকা থাকে যদি।

(সহসা পর্ব্বতচূড়ায় মূর্ত্তিমতী দৈববাণীর আবির্ভাব ও শৃঙ্গবাদন)

ও কি ও !
আচম্বিতে দেবশৃঙ্গ পর্ব্বতের চূড়ে
নিনাদিল কি কারণ ?
ভৈরবী প্রকৃতি উঠে' জাগি';

নিস্তব্ধতা পলাইল দূরে।
নির্ঝরের কলকল নাদ
যোগ দিল শৃঙ্গনাদ সনে।
কে উনি বিশদ-বাসা ?
বায়ুময় মূর্ত্তিখানি দোলে বায়ু-দোলে :
দু'খানি সুবর্ণ-পাখা,
যেন দু'টি পূর্ণশশী পৃষ্ঠে সুজড়িত।
প্রণমামি,
কে মা তুমি, অচলবাসিনি ?

দৈব। গৌতম !
দৈববাণী আমি ত্রিজগতে।
অম্বর মন্দির মোর,
চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী
আমার সীমন্ত-মণি ;
ভগবান্ বায়ু মোর পিতা।
তপস্যা করিয়া,
আত্মভাব ভুলিয়াছ তুমি।
যোগের নিদ্রায় অচেতন,
তুমি, মুনি।
তেঁই সে আইনু জাগাইতে।
যাও ত্বরা মানস-গমনে
প্রাচীন আশ্রমে তব ;

পা'বে আজ নারায়ণ রামে,
পা'বে আজ অহল্যা তোমার—
শাপমুক্তা পতিব্রতা।

[শৃঙ্গবাদন করিতে করিতে দৈববাণীর প্রস্থান।

গৌতম। জয় জয়, রাম !
আত্মভোলা ছিনু আমি,
তপোরত তপোগত প্রাণ,
তেঁই সে নারিনু বুঝিবারে
নিজ কথা।
অহল্যারে অভিশাপ কালে,
বিনতি মিনতি দেখি' তা'র,
বলেছিনু,
ত্রেতাযুগে অখিলের পতি নারায়ণ
পদ-রজে উদ্ধারিবে' তোরে।
থাক্ তুই শিলাময়ী হ'য়ে ;
তপিতে কৈলাসে যাই আমি,
পুনঃ দেখা হ'বে সেই মঙ্গলের দিনে।
সত্যযুগ অবসান,
ত্রেতা নামে বহে কাল-স্রোত।
আসিলেন ভগবান্ শ্রীমধুসূদন
অভাগীরে তারিবারে।

চলিলাম মনোগতি ;
জয় জয়, রাম !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌতমাশ্রম।

মধ্যস্থলে শিলাময়ী অহল্যা।
রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র।

রাম। গুরুদেব ! কহ মোরে, করি নিবেদন,—
আশ্রম সদৃশ এই কোন্ তপোবন
তাপস-সংশ্রব-শূন্য এবে ?
পূর্ব্বে ছিল এ আশ্রম কা'র ?
শুনিবারে মনে মম হ'তেছে বাসনা ;
তুমি ত সকলি জান,—বল কৃপা করি'।

বিশ্বা। শুন, রাম !
মহর্ষি গৌতম মহাতেজা
তপিতেন মহাতপ পূর্ব্বে এ আশ্রমে
পত্নী অহল্যার সনে।

নিখিল ভুতলে
না দেখি এমন নারী,
অহল্যা রূপসী যথা।
গৌতমের তপে তপ্ত হইলা বাসব,
যায় বুঝি স্বর্গ-সিংহাসন,
ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, নন্দন-কানন;
তেঁই ইন্দ্র হইলা শঙ্কিত।
মহাতপা গৌতমের মনে
উৎপাদিতে রোষ,
করিলা কৌশল দেবরাজ,
দেব-নাম-অযোগ্য কৌশল।
গৌতমের অসাক্ষাতে গৌতম সাজিয়া
অমরের পতি,
সতীত্ব হরিলা অহল্যার।
বিধির নির্ব্বন্ধ কে পারে লঙ্ঘিতে?
গৌতমের তপোদীপ্ত নয়নের পথে
পড়িলা সুরেশ আচম্বিতে।
ধ্যানে মুনি বুঝিলা ছলনা;
রোষানলে জ্বলিল অন্তর,
সিন্ধুগর্ভে বড়বাগ্নি যথা।
দিলা অভিশাপ;—
'দেবাধম কামুক বাসব!

অসৎ কর্ম্মের ফল,—
পাপ-দেহে তোর
হউক সহস্র ক্ষত।[১]
অমনি তখনি
হইল ঘৃণার দৃশ্য ইন্দ্রের শরীরে !
অপরাধী অভিশপ্ত অমরার পতি
দুষ্কৃতির দুর্গতির লাজে,
পড়িলা মুনির পায়।
ঋষি-রোষ কত ক্ষণ রয় ?
বিলীন হইল রোষ,
বৃষ্টিপাতে যেন দাবানল।
অনন্তর,
ইন্দ্রের সহস্র ক্ষত
হইল সহস্র চক্ষু গৌতম-প্রসাদে ;
তেঁই ইন্দ্র দ্বি-অধিক-সহস্র-লোচন।

লক্ষ্মণ। ভাল না [illegible]রিলা ঋষি ইন্দ্রে চক্ষু দিয়া,
ঘুচাইয়া নরক-যন্ত্রণা।

রাম। তুই, ভাই ! শিশু,
তেঁই সে কহ রে হেন বাণী।
ঋষিচিত্ত দেবচিত্ত চেয়ে সারবান্।
ভাল, গুরুদেব !
গৌতম-দয়িতা দেবী অহল্যা কোথায় ?

বিশ্বা। পতিশাপে শিলাময়ী ;
এই যে পাষাণস্তূপ,
এই সে অহল্যা !
ধূম মাঝে দীপ্তানল যথা,
শিলা মাঝে অহল্যা তেমতি দীপ্তিময়ী।

রাম। ঋষি-রোষ কেন এঁর প্রতি ?
পর-দোষে কেন দণ্ড এঁর ?

বিশ্বা। ভুবন-ললাম রূপ নিরখি' ইহাঁর,
তাপস গৌতম
দিয়াছিলা মন্ত্রময়ী এক কুশাঙ্গুরী,
ডরিয়া কামুক জনে।
সে অঙ্গুরী থাকিলে অঙ্গুলে,
কামুকের চক্ষে
সাক্ষাৎ অনলময়া অহল্যা সুন্দরী।
দৈব দুর্ব্বিপাকে,
ভুলিলা অহল্যা সেই অঙ্গুরী পরিতে,
তেঁই ইন্দ্র পূর্ণমনস্কাম,
তেঁই শিলা অহল্যা সুন্দরী পতিরোষে।

লক্ষ্মণ। ভ্রমবশে এ হেন দুর্গতি,
উৎসন্ন হউক ভ্রম।

রাম। গুরুদেব !
মহাশক্র বাসবের প্রতি

হইলেন প্রসন্ন গৌতম ;
ভ্রম-জাল-জড়িতা অহল্যা
পত্নী তাঁ'র,
কেন তিনি বাম এঁর প্রতি ?
মুক্তিদাতা মুনি মুক্তি কেন নাহি দিলা ?

বিশ্বা। বাছাধন।
বাসবের মুক্তিদাতা মুনি,
অহল্যার মুক্তিদাতা তুমি।
পাষাণরূপিণী
অহল্যার শিরে দাও পদধূলি তব।

রাম। সে কি, প্রভো।
নমস্কার করি আমি অহল্যার পদে,
তোমার চরণ-পদ্মে।
ঋষিপত্নী অহল্যা তাপসী।

বিশ্বা। কেন, রাম! এ ছলনা ?
দয়াময়!
তোমারি প্রসাদে
বুঝি আমি ছলনা তোমার।
অবুঝে ভুলাও তুমি,
মোরে না পারিবে, জগন্নাথ!
এত ডর,
চরণের ভর দিতে অহল্যার শিরে!

ভাল, মায়াময়!
বল দেখি,
কা'র পায়ে এ ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা ?
কা'র পায়ে ঊষা নতি করে,
পূর্ব্বের দুয়ার খুলি' ?
কা'র পায়ে তরুণ অরুণ
দেয় রক্ত চন্দনের ফোঁটা ?
কা'র পায়ে নক্ষত্রমণ্ডলী
নখর হইতে চাহে ?
কা'র পায়ে বিশ্বপ্রাণ বায়ু
ফুলের সৌরভ তুলি' মাথায় যতনে ?
কা'র পায়ে পতিতপাবনী
জনম লভিয়া,
উদ্ধা'রিছে' অসংখ্য পতিতে,
ওহে পতিতপাবন ?
কা'র পায়ে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি
ঢালে যোগিগণ, হে যোগীন্দ্র ?
শেষ কথা—
কা'র পায়ে অহল্যা তাপসী
লুটি'ছে পাষাণ মাঝে ?
দীননাথ!
বিলম্ব' কি হেতু ?

তব পদ-রজ-ভিখারিণী
অহল্যার পানে চাও।
নহে ভক্তাধীন নামে কলঙ্ক অর্শিবে।
গুরুবাক্য পাল' রঘুনাথ!

রাম। গুরুর আদেশ,
নমি আমি গুরুর চরণে,
নমি ঋষি গৌতমের পদে,
অহল্যার পদে প্রণিপাত।
লক্ষ্মণ!
ভস্মীভূত হই যদি
অহল্যা-শিলায় পদ দিয়া,
তবে,
সেই ভস্ম ছয় ভাগ করি',
এক মুষ্টি মাখাইও গুরুর চরণে,
এক মুষ্টি গৌতমের পদে,
এক মুষ্টি পিতার চরণে,
এক মুষ্টি কৌশল্যা মায়ের পদে,
এক মুষ্টি মাতা কৈকেয়ীর,
শেষ মুষ্টি মাখাইও, ভাই!
সুমিত্রা মায়ের পায়ে।
মা মা ব'লে, আমার মতন,
আমার মায়েরে ডেক তুমি।

কাঁদিলে মুছা'য়ে দিও মুখ।

(অগ্রসরণ)

লক্ষ্মণ। মা চণ্ডিকে!

লক্ষ্মণ-ভরসা-স্থল গুরুভক্ত রামে

রক্ষা কর।

রাম। গুরুদেব!

ভরসা তোমার পা দু'খানি।

বিশ্বা। মায়াময়!

অপূর্ব্ব মানবী মায়া তব,

বিস্মিত হইনু আমি আজ।

(অগ্রসর হইয়া রামের চরণে শিলাস্পর্শ ও তন্মধ্য হইতে অহল্যার আবির্ভাব)

অহল্যা। (কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব—গীত)

বরাড়ী—ঠুংরি (কীর্ত্তনাঙ্গ)

জয় জগদীশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর,

জয় হরি ভবভয়হারী।

জয় কমলাপতি, জয় যতিকুলযতি,

জয় শরকার্ম্মুকধারী॥

জয় দশরথসুত, জয় প্রভু অচ্যুত,

জয় বৈকুণ্ঠবিহারী।

জয় নারায়ণ, জয় মধুসূদন,

জয় মম পাতকহারী॥

(প্রণাম)

(গীত)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পতিশাপে অনুতাপে এ তাপিত প্রাণ
জুড়াইলে পদরজে, করুণা-নিধান।
তুমি গো জগত-স্বামী,
সুদীনা তাপসী আমি,
কি আছে ও পদে আজি
কবির প্রদান ?
রবি শশী দীপ্ত করে
ঐ পদ পূজা করে,
ফল ফুল জলে পদ
পূজে বসুমতী ;—
আমি ভিখারিণী দীনা,
কি আ[illegible] এ দেহ বিনা,
উপহার দিনু পদে
দেহ মন প্রাণ ॥

শুভদিন আজি মোর,
তেই গো তোমার পদধূলি লভিনু মস্তকে
ভাগ্যদোষে কলঙ্কিনী আমি,
কিন্তু তব [illegible], কৃপাকর।
নিষ্কলঙ্ক [illegible] আজি এই অভাগীরে।

আজ হ'তে গা'ব 'রাম' নাম.;
আশ্রমের পক্ষিগণ
আমার সহিত গা'বে 'জয় জয়, রাম'।
গা'বে তরু 'জয় জয়, রাম'।
কুসুম-ভূষণা লতা তরু শাখা ধরি'
গা'বে 'জয় জয়, রাম'।
ওই নদী,
ওই প্রস্রবণ,
ওই মহীধর,
একতানে মোর সনে গা'বে 'রাম' নাম।
রঘুমণি।
নারী আমি দুর্ব্বলা অবলা;
ব্রহ্মার নন্দিনী দাসী,
গৌতম-ঘরণী,
শতানন্দ পুত্র মোর,
তবু আমি দুর্ব্বলা অবলা;
স্বভাবত বুদ্ধিহীনা,
কি জানি,
আবার কি হ'তে ভাগ্যে কি ঘটে কখন।
তাই ভিক্ষা করি,
দাও দয়া করি' দু'টি পদধূলি মোরে;
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখি;

পুনঃ পতিরোষে পড়ি' শিলা হই যদি,
অমনি মানবী হ'ব ও ধূলি-প্রসাদে।

রাম। প্রণিপাত করি পদে,
ধর মোর বাণী ;—
পতিপদ ভাবি' যাপ' কাল ;
আর নাহি পড়িবে সঙ্কটে।
আজ হ'তে জগত গাইবে,—
'অহল্যা গৌতমপত্নী মহাপতিব্রতা।'

গৌতমের প্রবেশ।

গৌতম। (স্তব)
"ভবভয়হরমেকং, ভানুকোটি প্রকাশং,
করধৃতশরচাপং, কালমেঘাবভসম্।
কনকরুচিরবস্ত্রং, রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং,
কমলবিশদনেত্রং, সানুজং রামমীড়ে॥"

(প্রণাম)

আজি মোর সফল জীবন,
আজি মোর তপস্যা সফলা,
পবিত্র এ তপোবন আজি,
পাপমুক্তা শাপমুক্তা আজি
পত্নী অহল্যা আমার।
বিশ্বামিত্র তপোধন!
তাপস প্রণয়ে কৈলে ঋণী,

আনি' আজ ভবের কাণ্ডারী।
এস, সখে!
তব আলিঙ্গন লভি' হৃদয় জুড়াই।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

বিশ্বা। আপনি আসিলা হরি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
পত্নী সহ ভাগ্যবান্ তুমি, মুনিবর!

রাম। তপোধন!
বড় আশা জাগে মোর মনে,—
দেবী অহল্যারে ল'য়ে,
পুনঃ তপস্থায় হও রত,
ধ্যান-ধ্যেয় নারায়ণে ধরিয়া অন্তরে।
ভগবন্!
কতদূর মিথিলা নগরী?

গৌতম। কতদূর মিথিলানগরী?
কতদূর বৈকুণ্ঠ তোমার, জগদীশ?
ব'লে দাও গোলকের পথ,
দেখাইয়া দিব তবে মিথিলার পথ।

রাম। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি,
গুরু জনে আদর, সম্মান,
দীনে দয়া,
পর-উপকার,
অহিংসা, অলোভ,

অনিন্দা, অগর্ব্ব আদি বৈকুণ্ঠের পথ বহুবিধ।
মুনিবর।
জান ত সকলি তুমি,
কিন্তু আমি অনভিজ্ঞ মিথিলার পথে।

গৌতম। অনভিজ্ঞ ভব-পথ-প্রদর্শক হরি!
ভাল এ মানবী মায়া।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে
দেখাইব মিথিলার পথ।
হেথা হ'তে পূর্ব্বোত্তর কোণে
কিছু দূরে মিথিলানগরী।
বিশ্বামিত্র বিশ্ব-পর্য্যটক
জানেন সে পথ, রাম!
জানেন মিথিলা।

রাম। আসি তবে, ঋষিবর। (প্রণাম)
চল, গুরুদেব।
চল রে লক্ষ্মণ ভাই।

গৌতম। রঘুমণি!
নাহি চাহে মন মোর ছাড়িতে তোমারে,
চল, আগুবাড়াইয়া রাখি' আসি তোমা,
মিলি' পত্নী সনে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মিথিলা নগরী—ধনুর্যজ্ঞসভা।

সীরধ্বজ জনক, কুশধ্বজ জনক, রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, রাবণ, মধু, বালী ও অন্যান্য রাজগণ।

সীর। ভো ভো, মহীপতিগণ।
জান' সবে ধনুঃপণ মোর।
জ্যারোপণে এই শৈবধনু
ভাঙ্গিবেন যিনি,
আমার দুহিতা সীতা দয়িতা তাঁহার।
একে একে দেখাও শকতি,
দেখি আজ,
কা'র ভাগ্যে লিখিলা বিধাতা—
'জনক-জামাতা' এই কথা।

ম রাজা। হের এই, মহারাজ।
জিনিলাম সীতা।

(ধনুরুত্তোলনে অসমর্থতা)

কি লজ্জা!—কি লজ্জা!—ছি ছি ছি ছি।
গর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো একবারে!

২য় রাজা। ঠিক দাও মনে, রাজা!
ভাঙ্গিয়াছে ধনুখান,
হইয়াছে উদ্‌যাপন তব পণ।

(অকৃতকার্য্যতা

৩য় রাজা। নিজ নিজ শক্তি নাহি বুঝি'
কেন কর দুরাকাঙ্ক্ষা?
কেন কর রাজকুল-অপমান?
কেন দাও রাজকুলে কালি?
এই দেখ শক্তি মোর।

(অকৃতকার্য্যতা

২য় রাজা। না ছুঁতে ছুঁতে ধনু,
দেখাইলে ভাল বীরপণা।
হো হো, শুধু বাক্য-বীর!

৪র্থ রাজা। কাজ নাই সীতা লাভে;
মানে মানে যজ্ঞসভা ছাড়ি'
যাইতে পারিলে, আছে লাভ,
প্রাণ বাঁচে হাঁফ্ ছাড়ি'।

৫ম রাজা। হের, রাজা সীরধ্বজ!
এক খণ্ড ধনু তব, কত খণ্ড হয়;
আন' সীতা সভাতলে;
পতির শকতি সীতা দেখুন নয়নে।

শতানন্দ। ভাল ভাল, অগ্রে ভাঙ্গ' ধনু,
বৃথা বাক্যব্যয়ে কিবা লাভ ?

৫ম রাজা। কেন ক্রোধ, দ্বিজবর ?
জনকবংশের তুমি কুলপুরোহিত,
এই দেখ,
বিবাহের মন্ত্র আজ পড়া'ব তোমাবে।

[ধনুকত্তোলনে অসমর্থ হইয়া পতন ও উঠিয়া পলায়ন।
(সকলেব হো হো শব্দে পরিহাস)

সীর। কাল ব'য়ে য'য়,
উঠ অবশিষ্ট বাজগণ !

(বাবণ, মধু, বালী ব্যতীত অন্যান্য বাজগণের ধনুর্ভঙ্গেব চেষ্টা, কিন্তু অকৃতকার্য্যতা)

কুশ। মহাবাজ।
অগ্রজ আমার তুমি,
কি আর কহিব ,—
বোধ হয়, ধনুর্ভঙ্গ-পণ নহিল পুবণ,
তোমার নিষ্ঠুর পণে
সীতার কপালে বুঝি না মিলিল বর।

সীর। কুশধ্বজ !
কেন, ভাই, ভাব ভয় ?
ভয়হারী হরি মোর পণের সহায় !
মনে মনে ডাক' তাঁরে,

তিনি আমা' দোঁহাকারে
করিবেন এ বিপদে পার।
আমার ভরসা আশা শ্রীপদ তাঁহার।
সেই সর্ব্ব-অন্তর্যামী
জানেন অন্তর মোর,
বুঝেন সঙ্কট ঘোর,
তিনিই কাণ্ডারী
এ দারুণ পণ-পারাপারে।
শান্ত হও, কুশধ্বজ!
এখনো ত বহু রাজা আছেন সভায়।
হের ওই,
লঙ্কার ঈশ্বর দশানন,
শক্তি যাঁ'র ভুবন-বিদিত।
হের ওই,
কিষ্কিন্ধার অধিপতি বালী,
সমকক্ষ কেহ নাহি ও'র।
হের ওই,
মথুরার অধীশ্বর মধু,
বাহুবলে সুবিখ্যাত।
আরো হের ওই,
কত কত রাজা আজি মোর সভাতলে।
অবশ্য পূরিবে আশা।

কুশ। মহারাজ ! মন নাহি মানে ;
কি যেন কি মনে হয়।

রাবণ। রাজা কুশধ্বজ !
নিতান্ত সন্দিগ্ধ তুমি,
তেঁই কহ অসার বচন।
শৈবধনু বলি'
ভাঙ্গিতে না ইচ্ছা করি মনে।
শিব মোর পূজনীয় গুরু,
ডরি শুধু গুরু-নামে,
ধনুরে না ডরি।
কি কাজ সীতায় মোর ?
শত শত সীতা শোভে সুবর্ণ-লঙ্কায়।
তবে যদি বল,—
আসিলে কি হেতু তুমি এই সভাতলে ?
উত্তর তাহার,—
একপক্ষে-নিমন্ত্রণ,
আর পক্ষে রাজাদের শক্তি পরীক্ষিতে।
কিন্তু তব মর্ম্মের বেদনা
দেখিতে না পারি আর।
ভাঙ্গিব এ হরধনু অক্ষি পালটিতে।
হের এই——

(ধনুকত্তোলন কিন্তু ধনুর্ভঙ্গে অকৃতকার্য্য হও।)

কি আশ্চর্য্য !
একি চমৎকার! বিচিত্র ব্যাপার !
তুলিনু কৈলাস গিরি এই বাহুবলে,
ঝড় যথা উপাড়য়ে বৃক্ষ কোটি কোটি,
কিন্তু আজ,
অপমান হৈল মোর জনক-সভায়।
তুলিনু ধনুক, কিন্তু নারিনু ভাঙ্গিতে।
নাহি স্থান লজ্জা রাখিবারে।

মধু। লঙ্কেশের পরাজয়,
কিন্তু আমি আছি বিদ্যমান।

৪র্থ রাজা। "হাতী ঘোড়া গেল তল,
ভেড়া বলেন কত জল !"

মধু। হের, সভ্যগণ।
চক্ষুর নিমেষে জিনি পণ।

৪র্থ রাজা। জাঁতী এনে ধর ধনু, দাঁতী লাগে পাছে।

মধু। (ধনুর্ভঙ্গে অসমর্থ হইয়া)
চল, লঙ্কেশ্বর !
ফিরি দোঁহে নিজ নিজ গৃহে।
এ বড় দুর্জ্জয় ধনু।

৪র্থ রাজা। নহিলে কি আমি হেন বীর,
চুপ ক'রে ব'সে আছি জুজুটির মত
এক কোণে !

দেখা গেছে ঢের ঢের বীর,
কিন্তু এই
ধনুটোর মত বীর দেখিনি কখনো।

বালী। এই বার পালা মোর,
শুন, রাজগণ।

৪র্থ রাজা। আরে মর,
এ আবার কেন ওঠে?
ও-হো, কিষ্কিন্ধার রাজা কি না।

বালী। (ধনুর্ভঙ্গে অক্ষম হইয়া)—
বুঝিলাম এত দিনে,—
গর্ব্ব কা'রো স্থায়ী কভু নয়।
প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যাকালে
সপ্তসিন্ধুতীরে জপ করি,
পিয়াইনু সাগরের বারি
সুবিখ্যাত বীর দশাননে,
গর্জ্জি' কাঁপাইনু ত্রিভুবন,
কিন্তু আজি হতদর্প।
তাই বলি,
গর্ব্ব কা'রো চিরস্থায়ী নয়।

সার। বুঝিলাম এতক্ষণে,—
নির্ব্বীরা পৃথিবী।

লক্ষ্মণ। কি!—মিথ্যা কথা।

হেন বাক্য না কহিও আর,
মহারাজ !
আপনি অবীর বলি' অন্যে ভাব' তাই ?
রঘুপতি !
আজ্ঞা দেহ মোরে,
কোটি খণ্ডে হরধনু গুঁড়াইয়া
উড়াই আকাশে।
হে আর্য্য !
থাকিতে তুমি, থাকিতে লক্ষ্মণ,
নির্ব্বীরা পৃথিবী ?
হের এই, মিথিলার পতি !
ভাঙ্গি' তব পণ্য ধনু,
শ্রীরামের করে দিব তোমার সীতারে।

৪র্থ রাজা। কেন, শিশু, গর্জ্জ' এত ?
দশানন, মধু, বালী পরাজিত,
দেখেও না ফোটে চক্ষু !
যা'রে তোর পিতার নিকটে,
কিনে দেবে খেলা'বার ধনু।
ছেলে দেখে ছেলে পড়,
কেউটার আশা কেন, বাপু ?
ব'সে পড়—ব'সে পড়।

লক্ষ্মণ। ধিক্ তোমা', রাজকুলগ্লানি !

তোমাদের মত বীরে দেখি'
বলিলা জনক তাই নির্ব্বীরা পৃথিবী।
উত্তর না চাহি আর,
নিরুত্তরে রহ বসি' লজ্জানতমুখে।
কহ, রঘুবর!
ভাঙ্গি' পাড়ি আজগব ধনু।

রাম। বাজিবে কোমল করে তোর,
ভাই রে লক্ষ্মণ!
বড়ই কঠিন ধনুখান,
সাক্ষী তা'র দশানন, মধু, বালী
বলি-কুল-শিরোমণি।
দাঁড়াও এখানে তুমি,
ডাক' মহাদেবে ভক্তিভরে।
গুরুদেব!

বিশ্বা। হরধনুর্ভঙ্গ, রাম! কর অবহেলে;
আশীর্ব্বাদ করি,—
শক্তিপতি সহ শক্তি
বসুন তোমার বাহুমূলে।
নির্ব্বীরা কি সবীরা পৃথিবী,
দেখাও দেখাও আজ
মহারাজ সীরধ্বজে,—
রাজা মহারাজ আর যে যত এখানে।

রাম। নমস্কার করি আমি
আদিদেব মহাদেব-পদে,
গুরুর চরণে।
রাখ' লজ্জা, গঙ্গাধর।
হে চণ্ডিকে শক্তিস্বরূপিণি!

(রাম কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ; মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধনুর্ভঙ্গ শব্দ; সেই শব্দে রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র ব্যতীত সকলের মূর্চ্ছা।)

লক্ষ্মণ। জয় জয়, রাম।
বিশ্বা। জয় জয়, রাম।
(কিয়ৎক্ষণ পরে সকলের চৈতন্যলাভ)

সীর। দশরথাত্মজ রাম।
কে যে তুমি, বুঝিনু এবার;
বুঝিলাম,
যজ্ঞোদ্ভবা সীতা কেন তনয়া আমার।
আজি আমি পূর্ণকাম,
সানন্দে করিব সম্প্রদান
শুভক্ষণে তব করে সীতারে আমার।

রাম। মহারাজ!
পিতার আদেশ বিনা,
বিবাহ-সম্বন্ধে আমি আবদ্ধ না হ'ব।

বিশ্বা। সুখে থাক', বাছাধন!
ধন্য তব পিতৃভক্তি,

ধন্য তব মন।
মহারাজ সীরধ্বজ !
অচিরে পাঠাও দূত অযোধ্যা নগরে
আনিবারে রাজা দশরথে।

সীর। যে আজ্ঞা, মহর্ষি !
আজিই পাঠাই দূত।
ভাই কুশধ্বজ !
দ্রুতগামী বচন-নিপুণ দূতগণে
ডাক' ত্বরা।

রাবণ। কে এই বালক রাম !
কেন আজ,
হৃদয়ে আমার ছুটে চিন্তার তরঙ্গ !
কেন কাঁপে বাম অক্ষি !
কেন আজ উদাস পরাণ !
কেন আজ,
আয়ু-পথে হেরি যেন কালিমার রেখা !
জাগিয়া যেন কি স্বপ্ন দেখি,
হৃৎপিণ্ড কেন ধক্‌ধকে !
কিছু না বুঝিতে পারি,
অথচ অন্তরে
বুঝি বুঝি যেন সব।
আর না তিষ্ঠিতে পারি হেথা ;

কোথায়, সারথি ?

(নেপথ্যে) মহারাজ !

রাবণ। সাজাও অচিরে রথ মোর,
যোজহ অযুত ঘোড়া।

[প্রস্থান।

বীর। রাজগণ !
সভাভঙ্গ করি আজ ;
বিশ্রাম-ভবনে এবে চলুন সকলে।
চলুন, কৌশিক !
চল, রাম !
চল, বীর কুমার লক্ষ্মণ !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—পরশুরামের কুটীরসম্মুখ।

পরশুরাম।

পরশু। এ কি শব্দ আচম্বিতে !
ফাটিল আকাশ কি রে !
গ্রহে গ্রহে লাগিল কি নিগ্রহ-ঘর্ষণ !

সহসা ভূকম্প,
উল্লম্ফে সাগর সংক্ষোভিয়া !
নিস্তব্ধ পবন ভয়ে !
বিনা বাতে বৃক্ষ মড়মড়ে !
আকাশে অজ্ঞান পক্ষী,
অরণ্যে শ্বাপদ,
নদীগর্ভে মীন অচেতন !
নিসর্গ উন্মত্ত কেন আজ ?
জগতের আজ কি রে প্রলয়ের দিন ?
না না——দেখি দেখি।

(ধ্যান)

অহো, বুঝিলাম,
জনকের গৃহে আজগব ধনু
ভাঙ্গিয়া ফেলিল কে রে ?
শাঙ্কর কার্ম্মুক দ্বিখণ্ড হইল,
বৈষ্ণব কার্ম্মুক দে রে।
রে অকৃতব্রণ !

(নেপথ্যে। গুরুদেব !

বিষ্ণু-শরাসন দে রে !
আন্ ত্বরা ক্ষত্রিয়-অন্তক শাণিত কুঠার ;
দেখি, কোন্ মূঢ় সর্পে জাগাইল,
ত্বরা বৈষ্ণব ধনুক দে রে !

কুঠার লইয়া অকৃতব্রণের প্রবেশ।

অকৃত। একি, গুরুদেব! রুদ্রমূর্ত্তি কেন?

পরশু। শুনাইব পরে।
কুটীর আগলি' থাক, বৎস, তুমি,
চলিনু এখন।
কই রে কুঠার?

অকৃত। এই, গুরুদেব।

পরশু। বৈষ্ণব কার্ম্মুক কই?

অকৃত। নারিনু তুলিতে।

পরশু। বটে বটে বটে, ভ্রম ঘটিয়াছে,
যাই যাই, নিজে তুলি ধনু।

[বেগে প্রস্থান।

অকৃত। হায় হায়,
কা'র ভাগ্যে বিধাতা বিমুখ আজি রে,
আজ গুরু সহস্র শমন!
নারায়ণ!
নিবাও এ রোষানল।

বৈষ্ণব ধনুঃ লইয়া পরশুরামের পুনঃপ্রবেশ।

পরশু। কই রে অকৃতব্রণ?

অকৃত। কহ, গুরুদেব!

পরশু। কই রে কুঠার?

অকৃত। স্কন্ধোপরি রাখিলে যে, প্রভু!

পরশু। হাঁ হাঁ, বটে বটে ;
চলিনু এখন।
জয়, শিব শঙ্কর।

[বেগে প্রস্থান।

[ভাবিতে ভাবিতে অকৃতব্রণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজকক্ষ।

দশরথ ও সুমন্ত্র।

দশ। সুমন্ত্র রে !
দেখিতে দেখিতে গেল দিন,
দশ দিন কবে চ'লে গেছে ;
কই মোর রাম রঘুমণি !
কই কই কুমার লক্ষ্মণ ?
সুমন্ত্র রে !
রাক্ষস-সমরে কি হ'ল কি হ'ল !
কোথা রাম !
কোথা রে লক্ষ্মণ !

আন্ চান্ করে প্রাণ,
কি যেন কি যেন হয় মনে।

সুমন্ত্র। স্থির হও, মহারাজ।
বশিষ্ঠের বাণী কেন, নৃপমণি, না কর স্মরণ ?
বিশ্বামিত্র-করে রাম লক্ষ্মণের না হ'বে বিপদ।

দশ। বোঝে না অবোধ মন,
ফাঁক ফাঁক শূন্যময় সব,
তিষ্ঠিতে না পারি আর,
আন' রথ, বন-পথ ধরি'
সিদ্ধাশ্রমে যাইব এখনি।
শ্রীরামের চাঁদমুখ খানি
মনে প'ড়ে প্রাণ পোড়ে,
অন্ধকার দশ দিক, হুহু করে মন,
কোথা রাম!—কোথা রে লক্ষ্মণ।
সুমন্ত্র রে, ল'য়ে চল মোরে,
কৌশল্যা সুমিত্রা পুত্রশোকে
কাঁদি'ছে ধূলায় পড়ি'।
চল চল, দেখি,
চল চল, সবে মিলে যাই তপোবনে।

পত্র লইয়া জনৈক দ্বাররক্ষকের প্রবেশ।

দশ। সুমন্ত্র।
জিজ্ঞাস ইহারে,—

অশ্ব রথ এলো কি দুয়ারে ?

রক্ষক। মহারাজ !

মিথিলাধিপতি পাঠাইলা দূত,

আসিল এ পত্র দূত-করে।

দশ। পড়, মন্ত্রী,

যা' হয় উত্তর তুমি দাও ;

অন্তঃপুরে যাই আমি।

সুমন্ত্র। ভিক্ষা মাগে দাস,

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে, মহারাজ !

দশ। আঃ, পড় পড়, শীঘ্র পড়।

হা রাম !

সুমন্ত্র। মিথিলার ধনুর্যজ্ঞে—

দশ। আঃ, আবার যজ্ঞের কথা ?

দূর কর, চাই না শুনিতে 'যজ্ঞ' নাম।

যাই আমি, পড় তুমি লিপি।

[রক্ষকের স্কন্ধ ধারণ করিয়া প্রস্থান।

সুমন্ত্র। আহা,

তনয়-বিচ্ছেদ-স্রোতে সকলি ভাসিল।

যাই যাই, পাছে রাজা পড়েন ভূতলে।

[বেগে প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

মিথিলানগরী—রাজোদ্যান।

সীতা।

সীতা। এ কি আচম্বিতে মনে ভাবান্তর.
জাগি' কুস্বপন দেখি !
এত ফোটা ফুল, এত তরু লতা
মিলা'য়ে গিয়েছে কোথা।
জেগে আছি কি না, না পারি বুঝিতে,
ঘুমা'য়ে আছি কি, তাও ত বুঝি না,
এমন প্রভাত, এমন আলোক
আঁধারে মিশি'ছে কেন ?
পৃথিবীর যেন কেউ নই আমি,
কোথায় দাঁড়া'য়ে আছি ?
কভু যেন ভ্রমি নিবিড় কাননে,
কভু যেন গিরি-চূড়ে ;
কে যেন আমারে ভুলা'য়ে কৌশলে,
রথে তুলে চলে উড়ে !

রাক্ষসের পুরে কানন-ভিতরে
রাক্ষসী দেখায় ভয়;
একটা রাক্ষস দশমুখে যেন
কি জানি কি যেন কয়।
যিনি স্বামী মোর তিনি যেন রণে
যুঝেন রাক্ষস সনে,
অনলের কুণ্ডে পড়িনু যেন গো,
আবার গভীর বনে!
আবার এ কি গো, শিহরে পরাণ,
কে যেন পাতাল থেকে
করে কর ধ'রে, ডুবিল পাতালে,
"আয় বাছা" ব'লে ডেকে!

(স্তব)

জয় মা চণ্ডিকে, বিপদ-খণ্ডিকে,
শমন-দণ্ডিকে তারিণি!
চণ্ড-ঘাতিকে, মুণ্ড-পাতিকে,
ভক্ত-মঙ্গল-কারিণি!
বরাভয়-করা, খর-খড়্গ-ধরা,
শঙ্কর-হৃদি-বাসিনি!
এ দীনা তনয়া ডাকে মা অভয়া,
দয়া কর, ভয়-নাশিনি!

গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ।

(গীত)

বেহাগ—দাদ্‌রা ।

ফুট্‌লো কলি, জুট্‌লো অলি,
ছুট্‌লো নতুন প্রেমের ধারা।
রবির করে, চাঁদের করে,
কোচ্চে খেলা, দিচ্চে ধরা ॥
তমাল-ডালে, হেলে দুলে,
উঠ্‌লো লতা সোনার পারা।
নীল আকাশে, চ'ল্‌লো ভেসে,
কিরণভরা উজল তারা ॥

১ম সখী। একি দেখি, সখি! আনন্দের দিনে
বদনে বিষাদ কেন?
২য় সখী। বিবাহের কালে হাসির বদলে,
কেন জলে আঁখি ভাসে?
৩য় সখী। বাপ মায়ে ছেড়ে, আমাদিগে ছেড়ে
যা'বে ব'লে বুঝি এমন হ'লে?
৪র্থ সখী। প্রাণেশে তোমার রাখিব ধরিয়ে,
ভয় কি, সজনি, বিষাদ ভোলো।
১ম সখী। হলুদ বাঁটিয়ে, রেখেছি ছানিয়ে,
ননী মিশাইয়ে;

সোনার শরীরে মাখাইব ধীরে,
যতন করিয়ে।

(সখীগণের গীত)

ললিতগড়া-রামকেলী—জলদ-একতালা।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে।
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চাঁদ-পারা ছেলে লইয়ে কোলে॥
জনক-ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি' ফিরি' আপনা ভুলে।
আয় লো সকলে, দেখ্ লো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী—ইন্দ্রের কক্ষ।

ইন্দ্র ও বিশ্বকর্ম্মা।

ইন্দ্র। বিষম বিভ্রাট উপস্থিত ;
মিথিলানগরে আজ
রামরূপী বিষ্ণু সহ
জানকীরূপিণী লক্ষ্মীর বিবাহ।
হে বিশ্বকর্ম্মন্ !
শুভলগ্নে এ বিবাহ হ'লে,
বিধাতার লিপি,
পতিপত্নী না ঘটিবে বিচ্ছেদ কখন।
তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ ;
নাহি হ'বে রাবণ-সংহার,
নাহি র'বে ইন্দ্রত্ব আমার।
যাও ত্বরা,
বিবাহের লগ্নভ্রষ্ট কর সুকৌশলে।

কি আর বলিব আমি,
শিল্পকার্য্যে তুমি সুনিপুণ ;
বাঁচাও বাসবে আজ।

বিশ্ব। দেবরাজ !
দুশ্চিন্তারে নাহি দিও স্থান হৃদয়ে তোমার ;
লগ্নভ্রষ্ট করিব নিশ্চয় ;
চলিনু মিথিলাপুরী।

ইন্দ্র। আমিও চলিনু নন্দনকাননে,
নিজ করে পারিজাত-মালা
গাঁথিবারে তব তরে।
কৃতকার্য্য হ'য়ে এস, পরা'ব যতনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিথিলা নগরী—রাজসভা।

দশরথ, সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ।

সীর। মহারাজ অযোধ্যার পতি !
শতানন্দ, বশিষ্ঠ উভয়ে
আয়োজিলা বিবাহ-ব্যাপার।

উপস্থিত বিবাহের কাল ;
চলুন, রাজেন্দ্র ! তব নয়ন-গোচরে
রাম-করে সীতা, আর লক্ষ্মণের করে
ঊর্ম্মিলা করিব সম্প্রদান।
চল, ভাই কুশধ্বজ !
ভরতেরে মাণ্ডবী করিতে সম্প্রদান,
শত্রুঘ্নেরে শ্রুতকীর্ত্তি।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

কি সংবাদ ?

ভৃত্য। মহারাজ !
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারে উপস্থিত।

সীর। কই কই ?

[ভৃত্যের সহিত সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের বেগে প্রস্থা

দশ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ?
এ নাম শুনেছি কতবার,
কতবার দেখেছি তাঁহারে,
আজ কেন হেন চমকিল মন ?
না বুঝি কারণ।

বিশ্বকর্ম্মার সহিত সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের পুনঃপ্রবেশ।

দশ। দেবশিল্পী !
গ্রহণ করহ নমস্কার।

বিশ্ব। মহারাজ দশরথ !

রাজঋষি সীরধ্বজ !
রাজানুজ কুশধ্বজ বীর !
ষড়-ঋতু-প্রতিমূর্ত্তি দেখাইব আজ ;
তেঁই সে করিনু আগমন।
নরলোকে কেহই কখন
এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে নাই।

সীর। হে অমর !
বিলম্ব ক্ষণেক কৃপা করি',
কন্যা-সম্প্রদান করি' শে——

বিশ্ব। ঐ দেখ, মহারাজ !

(সভাতলে সহসা মরুভূমিমধ্যে গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব)

ঋতুকুলে আদি ঋতু ইনি,
গ্রীষ্ম নাম, জগত-বিখ্যাত।

(সকলের বিস্ময় প্রকাশ)

(গীত)

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ--ঝাঁপতাল।

প্রখর তপন, ইহাঁর আসন,
জ্বলন্ত অনল বসন।
তপ্ত সমীরণ, চামর-বীজন,
রণভূ মরুভূ ভীষণ ॥
ধরা তাপে ভ'য়ে ইহাঁরে দেখিয়ে,
নির্ঝর, তটিনী যায় শুখাইয়ে,

তরু ছাড়ি' পড়ে লতিকা লুটিয়ে,
জীবের আকুল জীবন ॥

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

সীর। সুন্দর দেখিনু—

কুশ। মহারাজ। অন্তঃপুরে শঙ্খহুলুধ্বনি।

সীর। বিলম্ব ক্ষণেক,
তা'র পর, হে অমর।

বিশ্ব। ঐ দেখ, মহারাজ।

(সভাতলে সহসা সমুদ্রগর্ভে হস্ত্যারোহণে বর্ষাঋতুর আবির্ভাব)

ইনিই দ্বিতীয় ঋতু,
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বর্ষার,
প্রাবৃট্ নামেতে সুবিখ্যাত।

(গীত)

মেঘ—সুরফাক্তা।

চমকে চপলা, অনলের ঝলা,
ঝলকি' ঝলকি' উঠি'ছে।
হুড়্ হুড়্ হুড়্, দুড়্ দুড়্ দুড়্,
গরজি' জলদ ছুটি'ছে;—
ঝর ঝর ঝরে, মেঘ-বারি ঝরে,
কড়্কড়ে বাজ পড়ি'ছে ॥

দশ। অতীব অপূর্ব্ব দৃশ্য!

কুশ। বিমোহিত অন্তর আমার।

বিশ্ব। এই বার হের, রাজা!

শরৎ ঋতুর আবির্ভাব।

(সভাতলে সহসা ধান্যক্ষেত্রমধ্যে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব)

এই দেখ,

ইনিই তৃতীয় ঋতু ঋতুকুল মাঝে।

(গীত)

তিলক-কামোদ—ধামার।

চাঁদের মুকুট শিরে, নব-ধান্য-শীষ প'রে

হরিত-বসন পরি' শরত ঋতু সাজে।

সরসে কমল ফোটে, মধুলোভে অলি ছোটে,

মধুমক্ষি রত হ'ল মধুচক্র কাজে॥

বিশ্ব। কহ, রাজা সীরধ্বজ!

কহ, দশরথ মহারাজ!

কহ, কুশধ্বজ বীরবর!

বৃথা পরিশ্রম মোর,

অথবা আনন্দ কিছু লভি'ছ অন্তরে?

সকলে। অপূর্ব্ব—অদ্ভুত অতি।

সীর। দেখিনি কখন হেন ছবি।

দশ। তা'র পর?

বিশ্ব। হের, ঐ মহারাজ!

(সভাতলে সহসা অরণ্যমধ্যে হেমন্তঋতুর আবির্ভাব)

ইনিই হেমন্তঋতু, চতুর্থ গণনে।

(গীত)

শুক বেলাবলী— চৌতাল।

নিবিড় অরণ্য মাঝে হিমকুম্ভ ল'য়ে সাজে,
চতুর্থ হেমন্তঋতু হরিত বসনে।
ঝরি'ছে শিশির-ধার, গাঁথিয়ে মুকুতা-হার,
তৃণ-গলে দোলাই'ছে প্রকৃতি যতনে॥

সকলে। সুন্দর এ প্রতিমূর্ত্তি।

বিশ্ব। নিরখ নিরখ পুনঃ—

(সভাতলে সহসা হিমানীয় পর্ব্বতোপরি শীতঋতুর আবির্ভাব)

ঋতুকুলে ইনিই পঞ্চম,
শীতঋতু নাম এঁর।

(গীত)

ছায়ানট—তেওরা।

হিমাদ্রি-শিখরে, হিমানি-উপরে
ধাওয়ে শীতঋতু, ভীত হুতাশ।
ক্ষীণ দীনমণি, কন কন কনি,
শন শন স্বনি বহে বাতাস॥
থর থর থর, কাঁপে চরাচর,
কুহেলিকা ঢালা নীল আকাশ।

সীর। অদ্ভুত এ প্রতিমূর্ত্তি, দেব!
শরীর শিহরে যেন শীতে।

বিশ্ব। হের, রাজা! শেষ ঋতু—ঋতু-শিরোমণি

বসন্ত।
বামে প্রিয়া, সম্মুখে মদন।

(গীত)

বসন্ত—চৌতাল।

পীত-বসন, কুসুম-ভূষণ,
যুবক-যুবতী-রঞ্জন ৷
কোকিল ভ্রমর, মধুর মধুর
করয়ে কূজন গুঞ্জন ॥
ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
পীত বসন উড়ি'ছে তায়,
ফুল-কুল-কলি ফুটিয়ে চায়,
প্রেমিক-নয়ন-শোভন ;—
প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
কুসুমে সাজিয়ে দাঁড়া'য়ে পাশে,
অপরূপ রূপ-ছটা বিকাশে ;
দূরে ফুলধনু মদন ॥

বিশ্ব। শেষ হৈল ষড়-ঋতু-মূর্ত্তি-প্রদর্শন।

সীর। হে অমর !
মোহিত করিলে আমা' সবে।
যেন, দেখিনু স্বপন জাগি',
বিস্মিত হইনু ষড় ঋতুর ছবিতে।
কৃতজ্ঞতা লহ উপহার।

বিশ্ব। আসি এবে, মহারাজ।
কর গিয়া কন্যা-সম্প্রদান।

জীব। বটে বটে।
চল, কুশধ্বজ!
লগ্ন বুঝি নাহি আর।
আসি তবে, দেবশিল্পী।

[বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিশ্ব। হইযাছে লগ্ন বহির্ভূত,
পূর্ণ হ'ল দেব-মনোরথ,
পৃথিবীর ভার ঘুচিবে এবার,
সবংশে হইবে রাবণ-সংহার,
কিন্তু, বড় দুঃখ হয় মনে,
মনে হ'লে জানকীর বিপদ-পাথার।
হে বিধাতঃ!
দয়া ক'র রামপত্নী অবলা সীতারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মিথিলানগরী—রাজান্তঃপুর।

সীরধ্বজ, কুশধ্বজ, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্র।

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

সীতা, মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা ও শ্রুতকীর্ত্তিকে লইয়া শতানন্দের প্রবেশ।

শতা। মহারাজ!
শীঘ্র সম্প্রদান-কার্য্য কর সমাধান।

সীর। বৎস রাম!
জ্যেষ্ঠা কন্যা সীতা মোর,
সম্প্রদান কৈনু এঁরে করেতে তোমার,
প্রজাপতি করুন মঙ্গল,
সুখে থাক দুই জনে।

কুশ। কুমার ভরত!
জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণ্ডবী আমার,
সম্প্রদান কৈনু এঁরে তোমার করেতে,
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক দোঁহে।

সীর। কুমার লক্ষ্মণ!
ঊর্ম্মিলা কনিষ্ঠা কন্যা মোর,
সম্প্রদান কৈনু এঁরে করেতে তোমার।
আশীর্ব্বাদ করি,
সুখে থাক দুই জনে।

কুশ। কুমার শত্রুঘ্ন!
শ্রুতকীর্ত্তি কনিষ্ঠা তনয়া মোর,
সম্প্রদান কৈনু এঁরে তোমার করেতে,
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক দোঁহে।

(পুষ্পবৃষ্টি)

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি)

সীর। মহারাজ দশরথ!
স্নেহের নয়নে দে'খ পুত্রবধূগণে,
কি আর কহিব আমি,
স্নেহশীল তুমি, মহীপতি!

দশ। মহারাজ সীরধ্বজ!
কনিষ্ঠের সনে
বৈবাহিক সূত্রে মোরে করিলে বন্ধন।
এই কুটুম্বিতা জাগিয়া রহিল মোর মনে।

বিশ্বা। মহারাজ দশরথ!
বাসনা পূরিল মোর,
এই লও শ্রীরাম তোমার,

এই লও লক্ষ্মণ কুমার।
আশীর্ব্বাদ করি,
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন,
নবপত্নী ল'য়ে থাকুন কুশলে।
মহারাজ সীরধ্বজ মিথিলার পতি!
মহারাজ কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যা-ঈশ্বর।
হে রাজাধিরাজ মহারাজ-দশরথ!
সবারে আশীষ করি,
চিরানন্দে রহ চিরকাল।
চলিলাম হিমাদ্রি-শিখরে,
তপস্যা করিতে এবে।
জয় সীতারাম!—জয় সীতারাম!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। আশীর্ব্বাদ করি, রাম! রাজা হও তুমি,
পাটরাণী হউন জানকী।
ভরতাদি ভ্রাতৃগণ
তোমা দোঁহাকার নিয়ত করুন সেবা।
মাণ্ডবী প্রভৃতি রাজকন্যাগণ
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হৌন স্নেহের পুত্তলী,
চারি কন্যা হৌন পতিব্রতা।

সীতা। চলুন সকলে এবে
সম্পাদিতে অবশিষ্ট মঙ্গলের কাজ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মিথিলানগরী—সীতার কক্ষ।

সীতার সখীগণ।

১ম সখী। ঐ দেখ, সই। কনক-নলিনী
সরসী ছাড়িয়া আসি'ছে যেন।

সীতার প্রবেশ।

২য় সখী। এস এস, সখি। ভ্রমর কোথায়?
কেন বিধুমুখ মলিন হেন?

সীতা। (গীত)

কাঁদে গো পরাণ আজি তোমা'সবে ছাড়িতে,
বিধি জানে, কবে পা'ব তোমা'সবে হেরিতে॥
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়ে, খেলিতাম ধূলা ল'য়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, মুখভরা হাসিতে॥
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা' পায় লয়,
বলি বলি করি, কই পারি না যে বলিতে॥
কর দু'টি ধ'রে কই, ভুল না আমারে সই।
এবে গো বিদায় হই, পতিসনে যাইতে॥

সীরধ্বজ মহিষীর প্রবেশ।

মা গো।

(রোদন)

মা। ম। প্রাণের বন্ধন ছিঁড়ে, ছেড়ে যা'বি দুখিনীরে
বাছা রে।
কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিব তোরে।
চাঁদপারা রুচি মুখখানি
মা বলিবে কা'রে আর।
কা'রে কোলে ক'রে, কা'রে বুকে ধ'রে,
ভুলিব মা, মনের বেদনা।

সীতা। মা গো।
মনের ভিতরে কি যেন কি ক'রে,
কি যেন কি করে প্রাণ।
কোলে নে মা। খেতে দে মা।
বাবা কই ?
চল মা।—চল মা।

সী-ম। মা গো।
কি ব'লে বুঝা'ব তোরে,
হ'য়েছি অবুঝ নিজে,
জল-ভরা আঁখি তোর হেরে।
'না মা' বলে' ডাক মা আমায়
হ য়েছি অধীর বড়,

কি ব'লে বিদায় দিব—না দিলেও নয়,
সমাজের কঠিন বন্ধনী, হায় হায়।

(নেপথ্যে)। বর ক'নে বিদায়ের কাল উপস্থিত,
ত্বরা সার' অবশিষ্ট মঙ্গলের কাজ।

সী-ম। চল, মা!
কি করি, উপায় আর না পাই দেখিতে।

সীতা। এস এস তোমরাও, সখি!
শেষ দেখা দেখি আঁখি ভরি'।

[সকলের প্রস্থান।

সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের প্রবেশ।

সীর। আনন্দে বিষাদ মোর আজ;—
বিবাহ—আনন্দ,
বিদায়—বিষাদ।
কে জানে, রে ভাই!
পরাণে এত যে লাগে স্নেহের আঘাত।

কুশ। মহারাজ! কাঁদে, মোর প্রাণ
শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবীর তরে।
কোথা এ মিথিলাপুরী, কোথা সে অযোধ্যা।

সীর। আর, ভাই! সংসারের মরীচিকা এই।
চল এবে বিদায়ের কার্য্য শেষ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, সীতা,
মাণ্ডবী, ঊর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি ও সৈন্যগণ।

দশ। কহ, কুলাচার্য্য !
কেন হেন অমঙ্গল হেরি গতিপথে ?
ঐ দেখ, আকাশের গায়
পক্ষিগণ ভীষণ চীৎকারে ;
মৃগেরা শাবক ল'য়ে,
দক্ষিণ দিকেতে দ্রুত ধায়।
এ ঘটনা সহসা কি হেতু ?
এ ব্যাপার নিরখিয়া, কম্পিত হ'তেছে হিয়া,
স্তব্ধপ্রায় হইতেছে মন।
কহ, তপোধন !
সহসা প্রচণ্ড ঝড় কি হেতু উঠিল ?
এ কি গো,
ঘন ঘন মেদিনী কম্পন,

অন্ধকারে প্রখর তপন একেবারে হইল মগন ;
আগুপিছু কিছু নাহি দেখি, বিষম দুর্যোগ !
ঝঞ্ঝাবায়ে ভস্মরাশি উড়ি' রোধিল চক্ষুর দৃষ্টি ;
এ কি দেখি অশুভলক্ষণ !

বশিষ্ঠ। স্মর, রাজা ! শ্রীমধুসূদনে,
এ বিপদে তিনিই সহায়।

দশ। রক্ষা কর, দয়াময় শ্রীমধুসূদন !
পুত্র, পুত্রবধূগণে মোর,
মন্ত্রী, পুরোহিতে, অনুগত সৈন্যগণে
তার' এ শঙ্কটে, প্রভো শঙ্কট-বারণ !

রাম। পূজ্যপাদ পিতা মহাশয় ! কিছু নাহি ভয় ;
ভক্তাধীন শ্রীমধুসূদন
ভক্তির আহ্বানে সদা বাঁধা ;
এ অকুল-বিপদ-পাথারে তিনিই তরণী।

লক্ষ্মণ। হের হের,
কে আসে, কে আসে ঐ অনলসঙ্কাশ !
শাণিত কুঠার স্কন্ধে,
মুষ্টি মাঝে নভস্পর্শী বিশাল কার্ম্মুক।
হে রাঘব !
তব কর-ভগ্ন ধনু লাগিল কি যোড়া ?
না পারি বুঝিতে মর্ম্ম এর ;
উগ্রমূর্ত্তি রুদ্র কি আসি'ছে ?

কই কই ?—সর্ব্বনাশ !—সর্ব্বনাশ !
বিপদ ঘটিল, রাম !
আসি'ছে পরশুরাম ক্ষত্রবধকারী।
রক্ষা নাহি আর, এ কুঠারে মস্তক সবার
ধড় ছাড়ি' লুটা'বে ভূতলে।
ভার্গবের রোষানলে শুষ্ক তৃণ আজি বে আমরা।
কোথা যাই ;—নাহি স্থান,—পড়িনু শঙ্কটে .
মরিনু নিশ্চয়—মরিনু নিশ্চয় ;
এল এল, জ্বলন্ত বিদ্যুৎ !

বেগে পরশুরামের প্রবেশ।

প্রণমামি, দীননাথ !
বৃদ্ধ আমি ; শিশু মোর চারিটি কুমার ;
অতি শিশু পুত্রবধূ চারি।
রোষ পরিহর, দেব !
শ্রীপদে অভয় ভিক্ষা করি ;
বিপ্রপদ ভরসা আমার।
আজ্ঞা কর দাসে কি দিয়া করিবে পূজা ?

পরশু। তিষ্ঠ নিরুত্তরে,
মম শত্রুকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় সন্তান।

বশিষ্ঠ। শাস্ত্রব্যবসায়ী তুমি, ভৃগুকুলমণি !
নহ অবিদিত শাস্ত্রবিধি ;
শাস্ত্রবাণী—'ব্রাহ্মণের ক্ষমাই ভূষণ'।

পরশু। ব্রাহ্মণের মুখে আজ এ কথা শুনিলে,
করিতাম ক্ষমা সর্ব্বজনে।
তোমার বচন অশ্রাব্য শ্রবণে মোর।
ভার্গবের চিরবৈরীকুলে তোমার যজন-কাজ,
ব্রাহ্মণ হ'য়েও তুমি মূঢ়, নীচমতি।
অস্পর্শীয় অব্রাহ্মণ!
তিষ্ঠ নিরুত্তরে।

সুমন্ত্র। হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ!
ত্রাণ কর, এ শঙ্কটে, শঙ্কট-মোচন নারায়ণ।

দশ। হে কুঠারিন্!
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দাতা তুমি সমস্ত ভুবনে,
কশ্যপে করিলে দান সসিন্ধু ধরণী,
হেন দাতা কে কোথায়?
ভিক্ষা আজি ও পদ-রাজীবে,
আশ্রিত জনের প্রাণ কর দান।
কৃপার ভিখারী আমি,
হে মহেন্দ্র-ভূধর-নিবাসী!
হে ধূর্জ্জটি-প্রিয়-শিষ্য!

পরশু। পুনঃ কহি, তিষ্ঠ নিরুত্তরে, দশরথ!
কে ভাঙ্গিল শৈব ধনু?

দশ। হায়, হায়, হারাইনু রামে এই বার।

পরশু। ভাঙ্গিয়াছে শৈব ধনু জ্যেষ্ঠ পুত্র তব?

কহ, রাম!
আমাব গুরুব ধনু তুমিই ভাঙ্গিলে?

রাম। তপস্বী ভার্গব! ক্ষম রোষ,—
বিপ্র তুমি, সন্তোষ ভূষণ ব্রাহ্মণের।

পবশু। কেন বাক্য-আড়ম্বর?
কে ভাঙ্গিল শৈব ধনু?

রাম। এ দাস তোমাব, প্রভো!
তব বাহুবল, হরধনু-বল
না বুঝিয়া কৈনু হেন কাজ।
দোষী আমি, ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমাকব।
গুরুজন না করে গ্রহণ বালকের অপরাধ।

লক্ষ্মণ। কি আশ্চর্য্য!
এ কি কহ রঘুমণি?
কাপুরুষ মহাবীর রাম!
এ কথা বাজিল বক্ষে মোর বজ্র সম।
শুন সবে,
অগ্রজ নহেন রাম আজি হ'তে মোর,
স্বয়ং স্বতন্ত্র আমি
আজি হ'তে মানব-সংসারে,
পণ্ডিত বা মূর্খ মোবে বলুক সকলে,
কিংবা ভ্রাতৃমানহারী,
নাহি ডরি আমি তায়।

রামের কনিষ্ঠ কি না আমি,
দেখাইব প্রমাণ তাঁহার সমক্ষে সবার
শাস্তি দিয়া নির্ম্মম ভার্গবে।
ভার্গব !
তুমি না কি একবিংশ বার
করিয়াছ ক্ষত্রিয়-সংহার এ কুঠারে ?
ভাল ভাল ;
প্রতিশোধ তা'র হের এই বার।
চূর্ণিব কুঠার একবারে,
আজি শরে পাঠা'ব তোমারে যমের দুয়ারে
ক্ষত্রিয়-তর্পণ আজি ব্রাহ্মণের উষ্ণ-রক্ত-ধারে

দশ। রে লক্ষ্মণ !—চুপ চুপ,—ফেল্ ধনুর্ব্বাণ ,
(হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ
পুত্রশোকে ভাসা'স্ নে এ বৃদ্ধ পিতারে ;
ভার্গবের পায়ে ধ'রে,
ক্ষমা ভিক্ষা মেগে নে রে, পায়ে লুটে পড়।
হে ভার্গব !
লক্ষ্মণ আ'মার অবোধ কুমার ,
দোহাই তোমার।

পরশু। লক্ষ্মণে নাহিক প্রয়োজন ;
প্রয়োজন রামে শুধু।
শুন, দাশরথি রাম !

তুমি মোর যশোলোপকারী ;
আশা তব মনে
পরশু রামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবারে ?
ভাল ভাল, বুঝা যা'বে আজ,
দাশরথি রাম কি পরশুরাম বড়।
ভাঙ্গিয়া সে জীর্ণ ধনু,
কাপুরুষ-দুর্ব্বল-সমাজে বীর বলি' গণ্য তুই ;
ভার্গবের কাছে, অনলে পতঙ্গ দাশরথি।

রাম। তপোধন ! এ দাস ত তাই তব পদে।

লক্ষ্মণ। আর না, আর না,
উচিত এস্থান হ'তে প্রস্থান আমার।
(প্রস্থানোদ্যত)

না না,
কেমনে যাইব ফেলি' বিপদ-সাগরে
পিতারে গো, অগ্রজ দুটিরে, রাজপুত্র-বধূগণে,
বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, সেনাগণে, কনিষ্ঠ সোদরে !
উভয় সঙ্কট মোর।

পরশু। দাশরথি রাম ! দেখাও বীরত্ব আজি।
একমাত্র বীর র'বে এ মহীমণ্ডলে,
হয় তুমি, নয় আমি ;
দুই রাম না চাহে ধরণী।

দশ। ক্ষমা দেহ দয়াময় !

পরশু। উন্মত্ত বৃদ্ধের বাক্য না চাহি শুনিতে।

রাম। হে ব্রাহ্মণ।
গো ব্রাহ্মণ-হিংসা নাহি করে কদাচন
রঘুবংশে কোন জন।
এই হেতু ভিক্ষা মাগি,
তব ঐ শাণিত কুঠার তোমার স্কন্ধেই থাক,
না ধরিও করে,
বৃদ্ধ পিতা মোর হ'বেন কাতর, ঋষিবর।

পরশু। ক্ষত্রিয়ের কাতরতা কভু নহে মমতার মোর।
দেখাও অচিরে বীরপণা,
নহিলে তোমার নাহিক নিস্তার।
স্বাধ্যায় পরশু আর শিবের শপথ,
হয় আজ ইক্ষাকুবংশের,
নয় এই ভার্গবকুলের
পিণ্ডলোপ করিব নিশ্চয়।

দশ। হায় হায়, হারাইনু প্রাণপুত্র রামে,
বিধি বাম মোর প্রতি।
হে বিপদ-সিন্ধু-পারকারী
গোলোক বিহারী হরি।
রক্ষা কর দয়াদৃষ্টি দানে।

পরশু। কই, দাশরথি রাম। কই বীরপণা?

রাম। হে তপস্বী।

থাকুক্
আমাদের কণ্ঠে রত্নহার
কিংবা তব শাণিত কুঠার ;
থাকুক্
আমাদের কুলস্ত্রীগণের অক্ষিযুগে
কজ্জল অথবা অশ্রুবিন্দু ;
হয় হৌক দেখিতে নয়নে
আত্মীয়গণের মুখ, কিংবা শমনের মুখ,
তাও ভাল ;
তথাপি বিপ্রের প্রতি না প্রকাশি কভু
বীরদর্প।

পরশু। বুঝিলাম এতক্ষণে, দাশরথি রাম কাপুরুষ।

রাম। বিপ্র তুমি, পার তা' বলিতে,
অসন্তুষ্ট নহি আমি ;
কিন্তু নহি কাপুরুষ।

পরশু। কাপুরুষ নহ, দাশরথি ?
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি' হৈলে বীর-চূড়ামণি ?
ভাল ভাল, বাহুবল দেখাও, বীরেন্দ্র !
ভাঙ্গ এই মহাধনু।
ভাঙ্গা থাক্ দূরে,
গুণ দিয়া যুজ দেখি শর ;
তা' হ'লেও বীর বট তুমি,

নহে কাপুরুষ দাশরথি !

রাম। প্রণিপাত চরণে তোমার,
দাও ধনুর্ব্বাণ, তপোধন !

পরশু। রাখিনু ভূতলে,
বাহুবলে উঠাও অচিরে।

রাম। এই ত তুলিনু ধনু,
এই আরোপিনু গুণ ;
হের হের, বিপ্রবর !
এই ত যোজিনু শর।
কহ ত্বরা, কোথা এড়ি এ শর তোমার ?
ব্যর্থ নহে লক্ষ্য মোর,
ব্যর্থ নহে শরধনু ধরা।
শর নিক্ষেপিয়া,
পশ্চাতে ভাঙ্গিব এই কার্ম্মুক তোমার।

সকলে। জয় জয় রাম ! জয় জয় রাম !

পরশু। বুঝিলাম এতক্ষণে, কে যে তুমি, দাশরথি।
গুরুবাক্য হইল স্মরণ,
তুমি দেব বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
দর্পিকুলদর্পহারী,
ভার্গবের দর্পচূর্ণকারী।
হরিতে ভূভার, সপ্তমাবতার
দাশরথি রাম নামে এ মহীমণ্ডলে, জগদীশ

(স্তব)

ত্বং হি ব্রহ্ম, ত্বং হি বিষ্ণু,
ত্বং হি পঞ্চ-আনন।
ত্বং হি কূর্ম্ম, ত্বং হি মীন,
ত্বং বরাহ, বামন॥
নৃকেশরী, পরশুধারী,
ত্বং হি দাশরথি রাম।
বিশ্বনাথ বিশ্বতাত,
ত্বংহি দেব কৃপাধাম॥

"রাম! রাম! মহাবাহো! জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োদ্ভবম্
ত্বাং নমামি॥"
"নমোস্তু জগতাং নাথ!
নমস্তে ভক্তিভাবন!।
নমঃ কারুণিকানন্ত!
রামচন্দ্র! নমোস্তুতে॥"

পূর্ণ হ'ল মনস্কাম মোর,
বিষ্ণুশক্তি মম কর হে হরণ, দেব নারায়ণ!
জানি, দয়াময়! ব্যর্থ নাহি হয়,
তোমার শরের বিচিত্র সন্ধান,
এই হেতু করি নিবেদন শ্রীপদে তোমার,—
যেন প্রদত্ত ধরায় নাহি থাকি,

যা'ব পুনঃ মহেন্দ্র অচলে,
না রোধিও গতি মোর জ্যারোপিত বাণে,
কিন্তু, সীতানাথ !
সঞ্চিয়াছি পুণ্যলোকচয় তপ অনুষ্ঠানে,
এই দণ্ডে শরদণ্ডে নাশ সে সকল।
পুণ্য লোকে কিবা কাজ আর,
যে কালে পাইনু তোমা ধনে।
এড় শর, চক্রধর, দর্পহারী শ্রীমধুসূদন।

রাম। তুমি মম পূর্ব্ব অবতার,
না লইও দোষ মোর,
অব্যর্থ সন্ধান, এড়িলাম বাণ,
বেড়িলাম গতিপথ স্বর্গের তোমার ;
হরিলাম বিষ্ণুতেজ তোমারি আদেশে।

(ঊর্দ্ধে শরত্য

(পরশুরামের পতন ও মূর্চ্ছা ; কিয়ৎকাল পরে উথ

সব পর

পরশু। প্রণিপাত ত্রিলোকের পতি !
চলিলাম মহেন্দ্র অচলে।
জয় জয় রাম ! জয় সীতারাম !

সকলে। জয় সীতারাম ! জয় জয় রাম !

[সকলের প্র

সমাপ্ত।